বিক্ষোভে উত্তাল কেনিয়া, পার্লামেন্ট ভবনে আগুন

সারে-জমিন

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চায় এসআইও

রূপসী বাংলা

৩৬ বছর পরেও অপ্রকাশিত কাটরা মসজিদ দাঙ্গার রিপোর্ট

সম্পাদকীয়

কোর্ট চত্বরের শৌচালয়ে মা-মেয়ের পাঠশালা

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৬ জুন, ২০২৪
১২ আষাঢ় ১৪৩১
১৯ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

প্রথমবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আফগানিস্তান

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 171 ■ Daily APONZONE ■ 26 June 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হলেন রাহুল

আপনজন ডেস্ক: অষ্টাদশ লোকসভায় বিরোধী দলনেতা (এলওপি) হচ্ছেন রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। দুটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রাহুল তার বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী লড়বেন বলে ওয়ানাদ ছেড়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মাহতাবকে আনুষ্ঠানিক বার্তা পাঠানোর পর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়।

লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার চার দিন পরে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (সিডব্লিউসি) সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভায় রাহুলকে এলওপি হিসাবে সমর্থন করেছিল - যে পদটি গত এক দশক ধরে শূন্য রয়েছে কারণ কোনও দলেরই প্রয়োজনীয় সংখ্যা ছিল না। পাঁচবারের সাংসদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সময় চেয়েছিলেন, যা তাকে এলওপি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল, যা সংসদের অধিবেশন চলাকালীন রাজধানীতে তাকে উজ্জীবিত করে। ইন্ডিয়া জোটের কতগুলি দল তার নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তা নিয়ে অতিরিক্ত বিবেচনা ছিল। এতদিন সংসদে ভারতের বৈঠক হত রাজ্যসভার এলওপি মল্লিকার্জুন খাড়্গের দফতরে। বয়স ও প্রবীণতার কারণে খাড়্গের নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলির পক্ষে গ্রহণ করা সহজ ছিল, যারা ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে তারা কংগ্রেসের নির্বাচনী জোটসঙ্গী নয়।

লোকসভায় বিরোধীদের সঙ্গে শুধু লড়লেই হবে না, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে লোকপাল, সিবিআই, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন এবং সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বেছে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন সিলেকশন কমিটির সদস্যও হবেন।

এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, লোকসভার অন্যান্য পদাধিকারীদের বিষয়ে যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে।

স্পিকার পদে প্রার্থী নিয়ে বিরোধী ঐক্যে ফাটল!

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার স্পিকার নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতে মঙ্গলবার রাতে বৈঠকে বসার কথা ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের। যদিও কংগ্রেস জানিয়েছে, বিরোধীদের ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে এই বিষয়ে ঐকমত্য আনার জন্য বল সরকারের কোর্টে রয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, কংগ্রেসের কোডিকুন্নিল সুরেশকে ভারতীয় ব্লকের যৌথ প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানোর বিষয়ে তাঁর দলের সাথে পরামর্শ করা হয়নি, দলের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশকে সমর্থন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কোনও আলোচনা হয়নি, দুর্ভাগ্যবশত এটি একটি একতরফা সিদ্ধান্ত ছিল।

সূত্রের খবর, অধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য সুরেশের মনোনয়নপত্রে সই করেনি তৃণমূল, রাতে বিরোধীদের বৈঠকে নাও থাকতে পারে।

সূত্রের খবর, রণনীতি ঠিক করতে রাতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে বৈঠকে বসবেন ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতারা।

বুধবার সকালে স্পিকার পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এনডিএ-র নির্বাচনে জয়ের সংখ্যা রয়েছে।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, বিরোধীদের প্রস্তাব ছিল অতীতের রীতি অনুযায়ী সরকারকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া উচিত এবং বিনিময়ে বিড়লার প্রার্থীপদকে

সমর্থন করা উচিত।তবে সরকার বলেছে যে বিড়লার প্রার্থীপদকে সমর্থন শর্তসাপেক্ষ হতে পারে না কারণ স্পিকার সব দলেরই এবং তাঁর নামের বিষয়ে ঐকমত্য থাকতে হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্র ক্ষমতাসীন দল যা বলে তার উপর আস্থার উপর নির্ভর করে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ আস্থা যা এটি যা করে তাতে প্রতিফলিত হয়।

তিনি বলেন, 'অজৈবিক প্রধানমন্ত্রী ১৭তম লোকসভায় (২০১৯-২০২৪) ডেপুটি স্পিকার ছাড়াই চলার সুযোগ পেয়েছেন, যা নজিরবিহীন। ষোড়শ লোকসভায় (২০১৪-২০১৯) তিনি তাঁর গোপন মিত্রকে এই পদ দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক অতীতে মনমোহন সিং, অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং পিভি নরসিমা রাওয়ের আমলে ডেপুটি স্পিকার বিরোধী সাংসদ ছিলেন।

তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোটের প্রস্তাব ছিল খুবই সহজ। এটি স্পিকার পদে বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করবে তবে ডেপুটি স্পিকারকে ইন্ডিয়া জোটের মনোনীত হতে হবে। সংসদীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে এটি পুরোপুরি বৈধ প্রস্তাব ছিল।

জয়রাম রমেশ আরও বলেন, স্পিকারের জন্য এখন আমাদের সমর্থন করুন, ডেপুটি স্পিকার নিয়ে পরে আলোচনা করব'- শাসক দলের পাল্টা প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য ছিল অজৈবিক প্রধানমন্ত্রীর ট্র্যাক রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে। কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল এবং দীপেন্দর হুডা বলেছেন যে বল এখনও সরকারের কোর্টে রয়েছে যা বিরোধীদের ডেপুটি স্পিকারের পদ দিতে পারে এবং তারা সুরেশকে স্পিকার পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে প্রত্যাহার করে নেবে।

হুডা বলেন, সরকার যদি বিরোধী দলকে ডেপুটি চেয়ারম্যান পদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে বিরোধীরা এখনও বিড়লার পক্ষে সরে যেতে পারে।

শপথ বাক্যের স্লোগান ঘিরে বিতর্ক সংসদে

আপনজন ডেস্ক: সোমবার ছিল দেশের ১৮তম লোকসভার সাংসদদের শপথ গ্রহণের দিন। প্রথমদিন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ ১৮০ জন সাংসদ শপথ গ্রহণ করেন। মঙ্গলবার শপথ নিলেন বাকিরা। আর, এই শপথ গ্রহণের সময়ই জয় প্যালেস্তাইন, জয় হিন্দু রাষ্ট্র, জয় সংবিধান, জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম, হর হর মহাদেব প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের স্লোগান উঠল।

প্রথমে হইচই শুরু হয় হায়দরাবাদ থেকে পঞ্চম মেয়াদে নির্বাচিত এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসির শপথ গ্রহণের সময়। উর্দুতে শপথ নেন তিনি। তার বক্তব্যের শুরু তিনি আরবিতে বলেন, 'নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম। আম্বা বাদ।' যার অর্থ, আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং আমরা শান্তি প্রেরণ করছি রাসূল মুহাম্মাদ সা-এর উপর। অতঃপর, তারপর। শপথ গ্রহণ পাঠের শেষে ওয়াসি বলেন, 'জয় ভীম, জয় মিম, জয় তেলঙ্গানা, জয় প্যালেস্টাইন'। সেই সময় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করছিলেন রাধা মোহন সিং। তিনি আশ্বাস দেন, আনুষ্ঠানিক শপথবাক্যের বাইরে কোনও মন্তব্যই রেকর্ড করা হবে না।

হই-হট্টগোল তাতে থামেনি। শেষে, প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মাহতাব ফের একই কথা বলেন। তাতে শান্ত হয় কক্ষ। পরে সংসদের বাইরে, ওয়াইসি বলেন, অন্যান্য সদস্যরাও বিভিন্ন কথা বলছেন। আমার বক্তব্য আমি বলেছি। এটা

কোথায় ভুল? সংবিধানে কোথায় নিষেধ রয়েছে? অন্যরা যা বলেছে তাও শুনে দেখুন। পড়ে দেখুন, প্যালেস্তাইন নিয়ে মহাত্মা গান্ধী কী বলেছেন।

অন্যদিকে, বিরোধী বেঞ্চে আপত্তি ওঠে বিজেপির ছত্রপল সিং গাংওয়ারের শপথ গ্রহণ নিয়ে। বেরিলির নবনির্বাচিত সাংসদ শপথবাক্য পাঠের পর স্লোগান দেন, 'জয় হিন্দু রাষ্ট্র, জয় ভারত' বলে। তবে, এই নিয়ম এদিন প্রায় কেউই মেনে চলেননি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবের মতো, বিরোধী শিবিরের অনেকেই সংবিধানের অনুলিপি হাতে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। রায়বরেলীর সাংসদ রাহুল গান্ধি তার শপথবাক্য পাঠ শেষ করেন, 'জয় হিন্দ, জয় সংবিধান' বলে।

অন্যদিকে, বিজেপি নেত্রী তথা মথুরার সাংসদ হেমা মালিনী শপথবাক্য পাঠ শুরু করেন 'রাধে রাধে' বলে। আর শেষ করেন 'জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীরাধারমনজি, জয় ভারত মাতা কি' বলে।

গোরখপুরের বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণ শপথ শেষ করেন 'হর হর মহাদেব, জয় ভোলেনাথ'

স্লোগানে। মীরাটের বিজেপি সাংসদ অরুণ গোভিল শপথ নেন সংস্কৃতে এবং শপথ শেষ করেন 'জয় শ্রীরাম, জয় ভারত' বলে।

বাংলা থেকে নির্বাচিত সাংসদদের অনেকেই অবশ্য বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে শপথ নেন।

মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতা শন্তনু শপথবাক্য পাঠ শুরু করেছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের দুই ধর্মগুরু, হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে।

সৌগত রায়, জুন মালিয়া, সাজদা আহমেদ,প্রতিমা মণ্ডল শপথবাক্য পাঠ করেছেন ইংরেজিতে। সাজদা আহমেদ, আবু তাহের খানে শপথ নিয়েছেন 'আল্লার নামে'।

গুজরাতি ইউসুফ পাঠান হিন্দিতে শপথ নিয়ে শেষে বলেছেন, ''জয় বাংলা, জয় গুজরাত।''

তৃণমূল সাংসদ তথা বিহারের মিথিলার সন্তান কীর্তি আজাদ বলেছেন, ''জয় বাংলা, জয় মিথিলা, জয় ভারত।''ঝাড়গ্রামের কালীপদ সোরেন অবশ্য সাঁওতালি ভাষায় শপথবাক্য পাঠ করেছেন।

তৃণমূল সাংদদের প্রায় প্রত্যেকেই শপথ শেষ করেছেন মমতা এবং অভিষেকের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। সঙ্গে 'জয় বাংলা' স্লোগান।

প্রথম নজর

ফেসবুকে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে খুন সামশেরগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফেসবুকে কমেন্ট ও পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে সামশেরগঞ্জে খুন হয়ে গেলেন এক যুবক। মঙ্গলবার বিকেলে ঝামেলা চলাকালীন সময়ে ইট পাটকেলের আঘাতে মৃত্যু হলো এক যুবকের। মৃত ওই যুবকের নাম সুরাজ সেখ(২১)। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার হোগলাবাড়ি গ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পোঁছাই সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, মঙ্গলবার ফেসবুকে পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে হঠাৎই এলাকার বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী এলাকায় ইট পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। তাতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে এলাকা। ঘটনাস্থলেই ইটের আঘাতে মৃত্যু হয় সুরাজ সেখ নামে ওই যুবকের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এদিকে ঘটনার পরেই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

ডেঙ্গুর সর্তকতা মালদা জেলা প্রশাসনের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বর্ষার আগেই ব্যাপক হারে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে মালদহে। ডেঙ্গুর সেই প্রকোপ যাতে বেশি ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য আগাম সর্তকতা অবলম্বন করল মালদা জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার পুরাতন মালদা ব্লক প্রশাসন এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি যৌথ উদ্যোগে সাহাপুর এলাকায় স্থানীয় জনগণের কাছে ডেঙ্গু নিধনে সচেতনা মূলক প্রচার করা হল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদহের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি রুম্পা রাজবংশী সহ প্রশাসনের আধিকারিকেরা। তারা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন। বাড়ির বাইরের জল না জমানোর নির্দেশ দেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার এসআইও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নিট ইউজি নিট দুর্নীতি, ইউজি নেট পরিচালনার ব্যর্থতার মাঝে হঠাৎ পরীক্ষার একদিন আগে নিট পিজি স্থগিত করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। লজিস্টিক কারণ দেখিয়ে সিএসআইআর নেটও স্থগিত করা হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোতে সীমাহীন দুর্নীতি, শেষ মুহূর্তে এসে স্থগিত বা বাতিল হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক মানসিক চাপ, আর্থিক ক্ষতি, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় অপচয়সহ আরও নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে পড়ুয়ারা। এসআইও সারা দেশজুড়ে এনটিএ-র ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন বা এসআইও। এসআইওর অভিযোগ, যখন তখন প্রশ্ন পত্র ফাঁস, পরীক্ষার নামে নানান কেলেঙ্কারি এবং শেষ মুহূর্তে এসে পরীক্ষা বাতিল করা এসব কিছুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনকে উপহাসে পরিণত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং এনটিএ বাতিলের দাবিতে এসআইও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ স্কোয়ারে এদিন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। এই কর্মসূচি থেকে এসআইও অফ ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় সম্পাদক ইমরান হোসেন বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে পরীক্ষার আগের মুহূর্তে বাতিল করে দেওয়ার ঘটনা শিক্ষার্থীদের জীবনকে উপহাসে পরিণত করেছে। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে বলেন যে, পরীক্ষাগ্রহণ সংস্থা হিসেবে এনটিএকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে এবং দুর্নীতির জাল ভাঙতে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।” এসআইও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি সাইদ মামুন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

জশন-ই ঈদ-ই গাদির পালিত হল বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মঙ্গলবার খানকাহে কাদেরিয়া, কারবালানগর, মুলুক, বোলপুর, বীরভূমে। আজ সকাল থেকে মাহফিল ই জশন-ই ঈদ-ই গাদির এবং একটি ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় বাচ্চা ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কোর কমিটির সদস্য তথা বঙ্গীয়ও সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবি মঞ্চের সভপাতি সেখ ওয়াজুল হক। অন্যান্য সম্মানিত অতিথিরা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ মুর্তজা হুসেন, তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা এহতেশামুল হক সিদ্দিক, দেওয়ান আনিসুর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইরান থেকে আগত মাওলানা আকরাম কুম্মী, মাওলানা শাব্বির মওলাই ও বুলবুলে বাঙ্গাল মাওলানা জামির ওয়ারসি প্রমুখ। ইমাম আলী (আ.)-এর উইলিয়াত ঘোষণার দিনটি উদযাপন উপলক্ষে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পীরে তরিকত আলহাজ্ব হুজুর হযরত সৈয়দ শাহ রাশাদাত আলী আল কাদরী আল জিলানীর বংশধর পীরজাদা সৈয়দ শাহ ওয়ায়েস আলী আল কাদরী দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল।। অনুষ্ঠান শেষে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ইসলামিক কুইজের সকল অংশগ্রহণকারীদের উপহার প্রদান করেন।

নিট ও ইউজিসি নেট দুর্নীতির প্রতিবাদে বালুরঘাট অভিযান তৃণমূল শিক্ষা সেলের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: তৃণমূল শিক্ষা সেলের ডাকে বালুরঘাট অভিযান ঘিরে উত্তাল জেলা সদর শহর। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের নিট ও ইউজিসি নেট দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হতে দেখা যায় সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বদের। তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনগুলির তরফে এদিনের এই ‘বালুরঘাট অভিযান’ কে কেন্দ্র করে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী।
জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমে বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দানে জমায়েত করেন তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতা কর্মী ও সমর্থকেরা। এরপরে তাঁরা গোটা শহরজুড়ে পরিক্রমা করেন এবং বালুরঘাট মিউজিয়ামের সামনে রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সভা করেন। এদিনের সভা মঞ্চ থেকে নিট ও ইউজিসি নেট দুর্নীতির ঘটনায় ক্ষোভ উড়ে দেন তাঁরা। বালুরঘাট কোর্ট মোড় এলাকায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর

কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।পরবর্তীতে তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতাকর্মীরা ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশে তরফে বাধা দেয়া হয়। এদিনের ‘বালুরঘাট অভিযান’ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কার্যকরী সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ বলেন, ‘লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মেধা আজ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তাই প্রথমেই আমরা ফুল প্যান্ট ও হাফপ্যান্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। ২৪ লক্ষ পড়ুয়া যে পরীক্ষা দিয়েছিল, কেন্দ্র সরকার তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর তাঁদের পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন।’
এবিষয়ে তৃণমূলের মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সভাপতি বিজন সরকার বলেন, ‘বিজেপি সিবিআইকে ব্যবহার করছে দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীদের জেলে পাঠানোর জন্য। অথচ যখন বিজেপির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠছে তখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কে ব্যবহার করা হচ্ছে না। জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির দ্বারা তদন্ত হোক অথবা সুপ্রিম কোর্টের কোন একজিস্টিং বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত হোক। এই নিট কেলেঙ্কারিতে হাজার হাজার কোটি টাকার মাধ্যমে শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর স্বপ্ন কেনা বেচা হয়েছে।কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে গ্রেফতার করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে জেরা করতে হবে তিনি এই দুর্নীতির বিষয়ে কতটা জানেন। তৃণমূল কংগ্রেসের যারা দোষ করেছিল তারা হয় জেলে অথবা তাদের দলের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করে দেখাচ্ছেন মোদি তা করে দেখাক, বিজেপি তা করে দেখাক।’
অন্যদিকে, তৃণমূলের শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম বলেন, ‘মোদি শপথ নেওয়ার পরেই নিটের দুর্নীতি এবং নেটের দুর্নীতি ঘটনা সামনে এসেছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সেলের নেতৃত্বে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বালুরঘাটেও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জিয়াগঞ্জ থানার নয়া ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জিয়াগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। জিয়াগঞ্জ থানার ওসি বিশ্বজিৎ ঘোষাল কে সরিয়ে হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হলো। অন্যদিকে নির্বাচনের কয়েকদিন আগে রানীতলা থানার ওসি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন মিটতেই জিয়াগঞ্জ থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো তাকে। মঙ্গলবার বিকেলে জিয়াগঞ্জ থানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

ভাসাপুরে পথ দুর্ঘটনা রুখতে ওভারব্রিজের দাবিতে আন্দোলন

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির ভাসাপুরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ছয় জন। ঘটনায় জখম হয়েছেন দুই মোটর সাইকেল যাত্রী সহ টোটো চালক ও টোটোর তিনজন যাত্রী। আর এমন ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পরেন স্থানীয়রা। আচমকায় তারা ভাসাপুরে ওভারব্রিজের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দা সেখ জামালউদ্দিন ঝুলন দত্ত জানান, তাদের এখানে রাস্তা সরু হয়ে আছে। সকাল সাড়ে আটটার সময় একটি দূর্গাপুর গামী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী টোটোকে ধাক্কা মারে। ফলে টোটটি দুটি মোটর সাইকেলকে ধাক্কা মেরে রাস্তার বেশ কিছুটা দুরে ছিটকে পরে যায়। ঘটনায় বেশ জখম হন টোটোর চালক ও যাত্রীরা। পাশাপাশি মোটর সাইকেলের চালক ও আরোহীরাও জখম হন। কারও হাত কারও পা ভেঙে যায়। কোমর মাথাতেও চোট পেয়েছেন বাইকের চালক ও আরোহীরা। দ্রুত স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

নিয়ে যায়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পরেন স্থানীয়রা। আচমকা একত্রিত হয়ে জাতীয় সড়কের পাশে আন্দোলন শুরু করেন।
ওভারব্রিজের দাবীতে স্লোগান দিতে থাকেন। তাদের দাবী, জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষ সহ সরকারি বিভিন্ন জায়গায় তারা ওভারব্রিজের জন্য আবেদন করেছেন। তাছাড়া আগেও বেশ কয়েকবার জাতীয় সড়কের পাশে আন্দোলনও করেছেন। সেই মতো সরকারী আধিকারিক সহ সড়ক কতৃপক্ষের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসেছেন। তবে তাদের দাবী এখনও পুরন করা হয়নি। এদিনের ঘটনায় তারা জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সেখ নজরুল, ওভারব্রিজ না করার জন্য নিত্য ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। আজকে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর জন্য দায়ী জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ কোম্পানি। তারা সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তবে আখেরে কোন লাভ হয়নি। কেউ তাদের বিষয়টি নজর দিয়ে দেখছেন না। এদিকে ঠিকা সংস্থা এখানে ওভারব্রিজ না করে কাজ ফেলে রেখেছে। যারজন্য নিত্যদিন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের। তবে ওভারব্রিজ না করলে যে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

বগডহরা হাই মাদ্রাসায় হঠাৎ হাজির এসডিও

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: স্কুল চলাকালীন হঠাৎই উপস্থিত বিষ্ণুপুরের এসডিও এবং বিডিও। সূত্রের খবর, বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে উক্ত হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বারবার-ই দরবার করেন। তাই হঠাৎই মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছান মাদ্রাসা চত্বরে। মাদ্রাসার পরিবেশ, পঠন-পাঠন, মিড ডে মিল সহ সবকিছুই খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। ভুয়োসি প্রশংসা করেন প্রধান শিক্ষক মাদ্রাসা পরিচালন কমিটি এবং সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের। স্টাফরুমে একটি আলোচনা চক্রেও অংশগ্রহণ করেন বিষ্ণুপুর এসডিও প্রসেনজিৎ ঘোষ এবং বিষ্ণুপুর বিডিও সোমশংকর মন্ডল। আর সেখানেই পুষ্পস্তবক উত্তরীয় এবং মিষ্টান্ন দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় মহকুমা শাসক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে।
বিষ্ণুপুর এসডিও প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, আমিও আগে শিক্ষক ছিলাম। শিক্ষকতা আমাকে খুব ভালো লাগে। কারণ, শিক্ষকরাই হচ্ছে মানুষ গড়ার কারিগর। এখন অন্য এক পেশাতে এসেছি। তবে সময় পেলেই স্কুলে যাই। সাধ্যমতো চেষ্টা করি স্কুলের জন্য কিছু করার।কিছু করতে পারলে আমার ভালো লাগে।
এই মাদ্রাসার উন্নয়নের আশ্বাস দেন বিষ্ণুপুর এসডিও প্রসেনজিৎ ঘোষ। বিষ্ণুপুর বিডিও সোমশঙ্কর মণ্ডল বলেন, এত সুন্দর পরিবেশ এবং এত বড় মাদ্রাসা সত্যিই খুবই কম আছে আজ আমি আপ্লুত এই মাদ্রাসা দেখে। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি তাহের বাবু সহ মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীরা।

নদিয়ায় তৃণমূল কর্মী খুনের পুনর্নির্মাণ পুলিশের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় তৃণমূল কর্মীকে খুনের পুনর্নির্মাণ করাল পুলিশ উদ্ধার ব্যবহৃত পিস্তল সহ দুই রাউন্ড গুলি। খুনের অভিযোগে ধৃত দুই অভিযুক্তকে দিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হলাউল্লেখ্য,চাপড়া থানার হাঁটরা গ্রামের তৃণমূল কর্মী মসলেম শেখ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খুন করে প্রমাণ লোপাটের ঘটনায় তৃণমূল কর্মীকে চাপড়া থানার দৈয়েরবাজার মদের আসরে মদের আসর বসায় বাগানের ভিতরে। সুপারি কিলার টুবাই ঘোষ,উজ্জ্বল মণ্ডল সহ মোট ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে চাপড়া থানার পুলিশ।
সোমবার প্রথম থেকে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। যে মদের দোকান থেকে মদ কিনে মসলেম সেখ মদ পান প্রথমে গুলি করে খুন করা হয়। সে দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূল কর্মীর মাথায় তিন রাউন্ড গুলি করে খুন করার পর কীভাবে তৃণমূল কর্মী মসলেম শেখ তার সবটাই এদিন পুলিশের সামনে পুনর্নির্মাণ করল ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তরা।

মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়ে ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নামলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক। আর তারপরে ঝাঁটা হাতে এলাকা পরিষ্কার করতে নামলেন বিডিও। ডেঙ্গু সতর্কতা এবং প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে পুরাতন মালদার সাহাপুর সেতু মোড় সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হল পুরাতন মালদা ব্লক এবং পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে। এদিনের এই ডেঙ্গু প্রতিরোধ প্রচার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি ।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা রাজবংশী, সাহাপুর অঞ্চলের প্রধান মাম্পি সাহা দাস সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার প্রচার অভিযানে পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি নিজের হাতে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে নামেন এবং এলাকার জনগণকে সচেতন করেন ।কিভাবে এই পতঙ্গবাহিত অর্থাৎ ডেঙ্গু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সাহাপুর সেতু মোড় এলাকার বিভিন্ন দোকানের বর্জ্য জল রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় এবং তার থেকে মশা, মাছির উপদ্রব হয়। অভিযুক্ত দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে তাদের হুশিয়ারি দেওয়া হয় । পরবর্তীতে যেন এই দোকানের নোংরা জল রাস্তায় না ফেলা হয়। এদিনের প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করে বিডিও সেজুতি পাল জানান, বর্ষা পড়তেই শুরু হয়েছে ডেঙ্গু প্রকোপ ।তাই এলাকার মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মানুষকে সচেতনামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে।

এতিম শিশুর শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিল ‘মানবতা’

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট ব্লকের চাঁদপুর কন্টলঘর গ্রামের রংমিস্ত্রি তারিকুল ইসলাম ৩ রছর আগে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে,ছোট্ট দুই কন্যা সন্তান তানিয়া খাতুন ও সানিয়া খাতুন, স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা’কে রেখে। ঠিক তার তিন মাসের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুদুটির মা। আজও তাদের মা ফিরে আসেনি। ঠাঁই হয় তাদের বৃদ্ধ দিদার কাছে। বর্তমানে বড়টার বয়স আট বছর ছোটটার ৪ বছরের মতো।
বাবা মা হীন এতিম বাচ্চারা ভীষন খাদ্য সংকটে আছে, এই আবেদন আসে মানবতা’র কাছে, ওই এলাকার সমাজকর্মী জুলফিকার আলী মোল্লার মাধ্যমে। তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এগিয়ে আসে মইদুল ইসলাম নামে এক মানবদরদী ভাই। আরো কিছু সহৃদয় মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। শিশুদুটি ও তাদের বৃদ্ধা দিদার জন্য মানবতার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয় জুলফিকার আলী মোল্লার মাধ্যমে।এবং আগামীতে প্রতিমাসে খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়ে দেওয়া ও শিশু দুটির পড়াশোনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়।
এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মানবতার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা জানান, মানবতা ইতিপূর্বে এতিম এবং অসহায় পরিবারের ২১ জনের পড়াশোনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তবে এই প্রথম কোন এতিম পরিবারের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করা হল। ভবিষ্যতে আরও দায়িত্ব নেওয়া হবে।

জয়নগরে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিল প্রশাসন

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিলো প্রশাসন জয়নগরে। ২০১৮ সালে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের উওরপাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার কলকাতা হাইকোর্টে পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের ডোম পাড়ায় আলম লস্কর নামে এক ব্যক্তির বেআইনি নির্মাণ কাজ নিয়ে জনস্বার্থে মামলা দায়ের করেন। তিনি মামলায় উল্লেখ করেন আলম লস্কর নামে এক ব্যক্তি সরকারি জলনিকাশী নালার ওপর বেআইনি নির্মাণ কাজ করায় জল পথ বন্ধ হয়ে গেছে,জলপথ পরিস্কার করার জায়গা পর্যন্ত নেই। তাই অবিলম্বে এই বেআইনি নির্মাণ কাজ ভেঙে জলনিকাশী নালার জলপথ বের করার আবেদন জানায়।দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই মামলা চলার পর অবশেষে গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এই বেআইনি নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়ার পক্ষে রায় দেয়। আর তার

পরেই মঙ্গলবার দুপুরে জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, স্থানীয় কাউন্সিলার নব গোপাল গাঙ্গুলি, মামলাকারী অভিজিৎ সরকারের উপস্থিতিতে ওই বেআইনি নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়া হয়।এদিন এই নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়ার সময় যে কোনো ধরনের অশান্তি এড়াতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলার নবগোপাল গাঙ্গুলী বলেন,সরকারি নির্দেশ মেনে এই কাজ করা হয়েছে।জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন।আর এই পৌরসভায় বেআইনি ভাবে নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়া হবে এবার সরকারি নিয়ম মেনেই।

প্রথম নজর

তীব্র তাপপ্রবাহ, জুমার খুতবা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ মক্কা-মদিনায়

আপনজন ডেস্ক: ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র দুই মসজিদে জুমার খুতবা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে সৌদি সরকার। এছাড়া এই নির্দেশনায় শুক্রবারের জুমার নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় আযানের মধ্যবর্তী সময়ও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে গালফ নিউজ। রাজকীয় নির্দেশের অধীনে ইসলামের পবিত্র দুই মসজিদে জুমার খুতবা এবং নামাজের সময়কাল ১৫ মিনিটে নামিয়ে আনা হবে। যা আগে সাধারণত ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট স্থায়ী হতো। এছাড়া জুমার নামাজের জন্য প্রথম আযান এবং দ্বিতীয় আযানের মধ্যে সময়কাল ১০ মিনিটে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই পবিত্র মসজিদের ধর্মীয় বিষয়ক প্রেসিডেন্সির প্রধান আবদুল রহমান আল সুদাইস জানান, এই পদক্ষেপটি মুসল্লিদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় সৌদি নেতাদের আগ্রহকেই তুলে ধরছে। এই নির্দেশনা পালন শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে এবং গ্রীষ্মের শেষ অবধি এটি অব্যাহত থাকবে। মূলত প্রচণ্ড গরমে ও তীব্র দাবদাহে কারণে চলতি গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত এই নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবে ইসলামের দুটি পবিত্রতম মসজিদে জুমার নামাজের আগে নির্ধারিত খুতবা চলমান গ্রীষ্ম মৌসুমের শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মুসল্লিদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত শিশুকে সুইমিংপুলে ডুবিয়ে হত্যার চেষ্টা মার্কিন নারীর

আপনজন ডেস্ক: তিন বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি-আমেরিকান মুসলিম মেয়ে শিশুকে অ্যাপার্টমেন্টের সুইমিংপুলে ডুবিয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রে এক নারীর বিরুদ্ধে। শিশুটির পরিবার ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত জানার পর তাকে পানিতে চুবিয়ে মারার চেষ্টা চালান ওই নারী। ৪২ বছর বয়সী অভিযুক্ত নারীর নাম এলিজাবেথ উলফ। তিনি টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। টেক্সাসের পুলিশ তাকে শিশু হত্যার চেষ্টা এবং আঘাতের দায়ে অভিযুক্ত করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় উলফ ঘোর নেশাগ্রস্ত ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত মাসের ১৯ মে। ওইদিন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত শিশুটির মা একটি হিজাব পরিধান করে বাচ্চাদের নিয়ে পুলে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাকে ধর্ম ও জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন শুরু করেন মার্কিন শ্বেতাঙ্গ নারী উলফ। পরিচয় পেয়েই পুলে থাকা মুসলিম নারীর দুই সন্তানের ওপর চড়াও হন তিনি। জানা গেছে, প্রথমে ফিলিস্তিনি নারীর ৬ বছর বয়সী ছেলের ওপর চরাও হন উলফ। কিন্তু ছেলেটি উলফের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলেও তার হাতে আঁচড় লাগে। ছেলে সরে গেলে তিন বছরের মেয়েটির ওপর চড়াও হন উলফ। মেয়েটিকে তিনি পানির নিচে চেপে ধরেছিলেন। পরবর্তীতে মেয়েকে উলফের হাত থেকে রক্ষা করেন মা। এ সময় তিন বছরের শিশুটি খুব কাশছিল। পরবর্তীতে দুই শিশুকেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সিএআইআরকে ফিলিস্তিনি ওই মা বলেছিলেন, আমরা আমেরিকার নাগরিক হলেও মূলত ফিলিস্তিনের। আমি জানি না, বাচ্চাদের নিয়ে নিরাপদে থাকার জন্য কোথায় যেতে হবে। আমার দেশ একটি যুদ্ধের সম্মুখীন এবং আমরা এখানে সেই ঘৃণার মুখোমুখি হচ্ছি। আমার মেয়ে মানসিকভাবে অনেক আঘাত পেয়েছে। আমি যখনই অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলি সে দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং লুকিয়ে থাকে। আমাকে বলে সে ভয় পাচ্ছে যে ভদ্রমহিলা আবার আসবে এবং তার মাথা আবার পানিতে ডুবিয়ে দেবে।

বিক্ষোভে উত্তাল কেনিয়া, পার্লামেন্ট ভবনে আগুন

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় নতুন একটি আর্থিক বিলের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। দেশটির রাজধানী নাইরোবিতে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করছে পুলিশ। এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, এরইমধ্যে দেশটির পার্লামেন্ট ভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে বিক্ষোভকারীরা। এ সময় পার্লামেন্ট ভবনের একটি অংশে আগুন দেখা গেছে। যদিও পুলিশ তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছে।

মূলত বিতর্কিত বিলটি পাসের পরই পার্লামেন্ট ভবন প্রাঙ্গণে ঢুকে পরে বিক্ষোভকারীরা। এ সময় পার্লামেন্ট সদস্যরা বেসমেন্টে আশ্রয় নেন।

বিক্ষোভ চলার সময় গুলির শব্দ শোনা গেছে। একটি মানবাধিকার গ্রুপ জানিয়েছে, গুলিতে একজন মারা গেছেন।

শুধু রাজধানী নাইরোবি নয়, নতুন বিলের বিরুদ্ধে দেশজুড়েই বিক্ষোভ হচ্ছে। কারণ এ বিলের মাধ্যমে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে।

গত সপ্তাহে বিলের কিছু বিষয়ে যদিও সংশোধন করা হয়েছে। তবে পুরো বিলই বাতিল চায় কেনিয়ার নাগরিকরা।

কেনিয়ায় বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের গুলি, নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় কর বৃদ্ধি করে সংসদে পাস হওয়া নতুন একটি আর্থিক বিলের বিরুদ্ধে রাজধানী নাইরোবিতে ব্যাপক সহিংস বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ। ব্যারিকেড ভেঙে সংসদ ভবনে বিক্ষোভকারীদের ঢোকার সময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ছোড়া গুলিতে অন্তত ১০ বিক্ষোভকারী নিহত ও আরো বহু লোক আহত হয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। সংঘর্ষের সময় কেনিয়ার সংসদ ভবনে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। দেশটির সংসদে কর বৃদ্ধি করে পাস করা নতুন আর্থিক আইনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নাইরোবিতে ওই বিক্ষোভ করেন হাজার হাজার মানুষ।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নাইরোবিতে সংসদ ভবনের কাছে ১০ বিক্ষোভকারীকে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে পুলিশ। সাংবাদিকরা সেখানে অন্তত তিনজনকে অবচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ-সমাবেশ দেশটির সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে। কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো গত সপ্তাহের শেষের দিকে বলেছিলেন, তিনি বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলতে প্রস্তুত। কিন্তু মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলের দিকে নাইরোবিতে উত্তেজনা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া হাজার হাজার মানুষ পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপের পাশাপাশি ব্যারিকেড ভেঙে সংসদ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করেন। সেসময় আইনপ্রণেতারা কর বৃদ্ধির প্রস্তাবের একটি বিতর্ক করছিলেন। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনে হামলার চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ সংসদ ভবনের বাইরে জনতার ওপর গুলি চালায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় কেনিয়ার মানবাধিকার কমিশন (কেএইচআরসি) বলেছে, 'পুলিশ চারজন বিক্ষোভকারীকে গুলি করেছে এবং একজনকে হত্যা করেছে।' নাইরোবির একজন প্যারামেডিক রয়টার্সকে বলেছেন, পুলিশের সাথে সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত অন্তত ১০ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। সংসদ ভবনের ভেতরে ও বাইরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলছে। যে কারণে মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রিচার্ড এনগুমো নামের আরেকজন প্যারামেডিক বলেছেন, পুলিশের গুলিতে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। তিনি সংসদের বাইরে আহত দু'জন বিক্ষোভকারীকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

সংসদ ভবনে প্রবেশের চেষ্টাকারী বিক্ষোভকারী ডেভিস তাফারি বলেন, 'আমরা সংসদ বন্ধ করে দিতে চাই। প্রত্যেক এমপিকে পদত্যাগ করতে হবে। আমাদের একটি নতুন সরকার হবে।'

নাইরোবির ছাড়াও দেশটির আরো কয়েকটি শহরে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে।

কয়েক দিন আগে দেশটির সংসদে নতুন একটি অর্থ বিলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ধাপে আইনটি স্বাক্ষরের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হবে। এই আইনে কোনও আপত্তি থাকলে প্রেসিডেন্ট তা সংসদে ফেরত পাঠাবেন। কিন্তু এরইমধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকটে জর্জরিত দেশটির নাগরিক নতুন এই কর বৃদ্ধি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন।

বিক্ষোভকারীরা দেশটির প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটোর পদত্যাগের দাবি তুলেছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কেনিয়ার নির্বাহী পরিচালক ইরুঙ্গু হাউটন এএফপিকে বলেছেন, মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা বর্তমানে রাজধানী নাইরোবির ন্যাশনাল পুলিশ সার্ভিসের তাজা বুলেটের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের রিপোর্ট করেছেন। বহুসংখ্যক মানুষ আহত হওয়ায় তাদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল অফিসারদের নিরাপদে সেখানে পৌঁছানো জরুরি হয়ে পড়েছে। পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে উন্নয়নশীল অর্থনীতির একটি দেশ কেনিয়া। দেশটির ৫ কোটি ২০ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশই দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেন।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ আনলেন জাতিসংঘের মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় চলমান ভয়াবহ যুদ্ধ ইস্যুতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। গুতেরেস নিজে এই অভিযোগ তুলেছেন।

সোমবার (২৫ জুন) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইসরায়েলের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'একটি মহল সম্প্রতি গুজব ছড়াচ্ছে যে (গাজায় হামাস-ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধে) আমি কখনও হামাসের প্রতি ক্ষোভ বা নিন্দা জানাইনি। এমনকি এমন কথাও আমার কানে এসেছে যে আমি হামাসের সমর্থক।'

গুতেরেস বলেন, 'কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি কমপক্ষে ১০২ বার প্রকাশ্যে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হামাসের নিন্দা জানিয়েছি। ৫১ বার জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে এবং বাকি ৫১ বার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে।'

প্রসঙ্গত, ইসরায়েলের জাতিসংঘ দূত গিলাদ এরদান সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে হামাসের প্রতি জাতিসংঘের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন।

এরদান বলেছিলেন, 'তার (গুতেরেস) একমাত্র লক্ষ্য হলো হামাসকে টিকে থাকতে সাহায্য করা। আমরা এটি নিন্দনীয় মনে করি যে সেক্রেটারি-জেনারেল জাতিসংঘের মান মেনে চলতে অস্বীকার করেন এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা দেন। আন্তোনিও গুতেরেস সন্ত্রাসীদের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং তার আজই পদত্যাগ করা উচিত।'

গত ৭ অক্টোবর গাজায় হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ বাঁধার পর থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার সেখানে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হয়েছে জাতিসংঘে। প্রতিটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে ইসরায়েল।

এই যুদ্ধ শুরুর পর জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যপদের প্রচেষ্টা শুরু করেছিল ফিলিস্তিন। সেই প্রচেষ্টাও ভেস্তে গেছে মূলত ইসরায়েলের কারণে।

এই যুদ্ধ শুরুর পর থেকে জাতিসংঘের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে ইসরায়েলের।

বিশেষ শর্তে মুক্ত পেলেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ

আপনজন ডেস্ক: কয়েক বছরের আইনি লড়াই শেষে ব্রিটিশ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'গুপ্তচরবৃত্তি' আইন লঙ্ঘনের দোষ স্বীকার করবেন এমন চুক্তিতেই সোমবার (২৪ জুন) কারাগার থেকে অ্যাসাঞ্জের মুক্তি মিলেছে। সোমবার (২৪ জুন) জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ বালমার্স কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছেন। ৫২ বছর বয়সী অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ফাঁসের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। গত পাঁচ বছর ব্রিটিশ কারাগারে কাটিয়েছেন অ্যাসাঞ্জ এবং সেখানে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

চুক্তি অনুযায়ী অ্যাসাঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে যেতে হবে না এবং ফেজদারি অপরাধের অভিযোগ তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন বলে ধরা হবে। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে বন্দি থাকার ফলে সে সুবিধা পাবে।

মার্কিন বিচার বিভাগের এক চিঠিতে অনুয়ায়ী, যুক্তরাজ্যের কারাগার থেকে মুক্ত অ্যাসাঞ্জ তার নিজের দেশ অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে তার দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের অবসান হলো।

২০০৬ সালে উইকিলিকস চালু করেন অ্যাসাঞ্জ। এতে তিনি একের পর এক গোপন মার্কিন নথিপত্র প্রকাশ করতে থাকেন। ২০১০ সালের জুলাইয়ে উইকিলিকস আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযানের প্রায় ৭০ হাজার নথি প্রকাশ করেছিল। এসব তথ্য পরে বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এ কারণে বিব্রত যুক্তরাষ্ট্র তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্র বলে আসছে, ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের নথি ফাঁস করে বহু মানুষের জীবনকে হুমকিতে ফেলেছে উইকিলিকস। এরপর থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে সাত বছর ধরে যুক্তরাজ্যের ইকুয়েডর দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। সেখান থেকে ২০২০ সালের ১১ এপ্রিল তাকে গ্রেফতার করেছিল লন্ডন পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করাই ইসরায়েলের প্রধান লক্ষ্য: সাবেক ন্যাটো কর্নেল

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল যে গণহত্যা চালাচ্ছে তা 'বিদ্রোহ দমনের' সকল নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে। ইসরায়েলের অব্যাহত এ হামলা শুধুমাত্র 'ফিলিস্তিনি জাতিকে ধ্বংস করার' পরিকল্পিত প্রচেষ্টা বলেই ব্যাখ্যা করা যায়। মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সাবেক বিশ্লেষক ও সুইজারল্যান্ডের গোয়েন্দা কর্মকর্তা কর্নেল জ্যাক বাউড এমন মন্তব্য করেছেন। রাশিয়ার নিউজ চ্যানেল আরটিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাউড বলেন, ইসরায়েল রাজনৈতিক দিক দিয়ে হামাস সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে না যেটা সাধারণত বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে করা হয়।

তিনি বলেন, বরং তেল আবিব নৃশংস উপায় অবলম্বন করছে যার একমাত্র লক্ষ্য পুরো ফিলিস্তিনি জাতিকে ধ্বংস করা।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যেদিন গাজা থেকে পণবন্দিদের উদ্ধার করার পর আবার গাজায় আগ্রাসন শুরু করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন সেদিনই কর্নেল বাউডের এ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হলো। নেতানিয়াহু গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজা আগ্রাসনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বহুবার হামাসের বিরুদ্ধে 'সার্বিক বিজয়ের' দাবি করেছেন। তবে যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনা হিসেবে তিনি গাজা উপত্যকার ওপর 'পূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ' প্রতিষ্ঠার কথাও তুলে ধরেছেন।

FACULTY REQUIRED FOR B.ED.

Application is invited from candidates for the post of Asst. Prof. in Mathematics for Apex Teachers' Training College, at Berachampa, North 24 Pgs., W.B. Qualification & Salary as per NCTE & State Govt. Norms. Apply within 7 days to The Principal (M: 8617705375), Email–apexttcollege@gmail.com

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

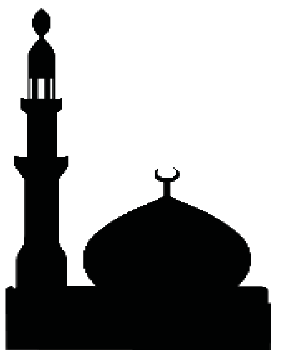

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২১	৪.৫৩
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

গাজায় স্কুলের শরণার্থী শিবিরে হামলা, শিশুসহ নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে স্কুল ও শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলের হামলায় শিশুসহ অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। গাজা শহরের একটি স্কুল ও মধ্য গাজার মাগাজি শরণার্থী শিবিরে চালানো পৃথক হামলায় তারা প্রাণ হারান। হামলায় আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজা শহরের কেন্দ্রস্থলে বাস্তুচ্যুত লোকদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত একটি স্কুলে বোমা হামলা চালিয়েছে।

মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ব্রিটিশ রাজকুমারী অ্যান

আপনজন ডেস্ক: মাথায় আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের ছোট বোন রাজকুমারী অ্যান।

সোমবার (২৪ জুন) বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে, প্রয়াত রানি এলিজাবেথের একমাত্র মেয়ে রাজকুমারী অ্যান (৭৩) গতকাল মাথায় আঘাত পান, তবে আঘাত গুরুতর নয়। তিনি এখন পশ্চিম ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলের সাউথমিড হাসপাতালে আছেন। বাকিংহাম প্যালেসের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। পর্যবেক্ষণের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে হাসপাতালে রাখা হয়েছে।' রাজপ্রাসাদের এক কর্মকর্তা জানিয়েছে, তার বাড়ির কাছে গ্যাটকম্ব পার্ক এস্টেটের মাঠে হাঁটার সময় রাজকুমারী মাথায় চোট লাগে। ওই মাঠে অনেক ঘোড়া ছিল আর তার চিকিৎসক দল বলেছে, রাজকুমারীর মাথার জখমের সঙ্গে ঘোড়ার মাথা বা পায়ের আঘাতের সামঞ্জস্য আছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, হাসপাতালে অ্যানের সঙ্গে তার স্বামী টিম লরেন্স ও তাদের দুই সন্তান জারা টিন্ডাল ও পিটার ফিলিপস আছেন। মাথায় আঘাত পাওয়ার সময় লরেন্সও ওই এস্টেটে ছিলেন। বাকিংহাম প্যালেসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রাজা (তার বোনের) চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ রাখছেন এবং তাকে ঘন ঘন সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানো হচ্ছে। রাজকুমারীর দ্রুত সুস্থতার জন্য পুরো রাজপরিবারের পাশাপাশি তিনিও ভালোবাসা ও শুভকামনা পাঠিয়েছেন।'

ফিলিস্তিনি পরিবারকে ফেরত পাঠাল ব্রাজিল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে ফিলিস্তিনি এক পরিবারকে ফেরত পাঠিয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। ওই পরিবারটির ভ্রমণের ব্যাপারে ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশকে যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক করার পর এই পদক্ষেপ নেয়া হয়।

ব্রাজিলিয়ান পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, গত শুক্রবার (২১ জুন) গর্ভবতী স্ত্রী, ছেলে ও শাশুড়িকে নিয়ে সাও পাওলোর গুয়ারুলহোস বিমানবন্দরে প্রবেশ করার সময় আবু উমারকে আটক করা হয়। এর দু'দিন পর কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তাদের দোহায় ফেরত পাঠানো হয়।

একজন সিনিয়র ফেডারেল পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'অনুরোধটি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর থেকে এসেছে। একজন বিচারকের সামনে প্রমাণিত হয় যে, আবু উমার হামাসের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।'

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে একটি সতর্কতা পেয়েছিল যে, হামাস যোদ্ধা আবু ওমার কুয়ালালামপুর থেকে ব্রাজিলে পৌঁছাবেন।

আবু উমারের আইনজীবী ব্রুনো হেনরিক দে মউরার পিটিশন অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি পরিবারটিকে গুয়ারুলহোস বিমানবন্দরে ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ আটক করেছিল। তারা ব্রাজিলে বসবাসকারী তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে সেখানে যান।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া: ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ: কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012 | আব্দুল ফারাদ 7003187312 | সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৭১ সংখ্যা, ১২ আষাঢ় ১৪৩১, ১৯ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থা উত্তরণ

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ধসিয়া পড়িল, তখন কমিউনিজমের পতনে আত্মতুষ্টির ঢেকুর তুলিয়াছিল অনেকে। ইহাকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের 'অবিস্মরণীয় ও চূড়ান্ত বিজয়' বলিয়া অবিহিত করিয়াছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার ন্যায় অনেক প্রথিতযশা রাজনীতি বিশ্লেষক। 'দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান' নামক বই লিখিয়া চারিদিকে রীতিমতো হইচই ফেলিয়া দিয়েছিলেন পণ্ডিত ফুকুয়ামা। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, যুক্তিবিদ্যার ব্যাসিক ফর্মুলা পর্যন্ত পাত্তা পায় নাই তত্কালীন বিশ্বনেতা ও বিশ্বপণ্ডিতদের নিকট! আগুন নিভানোর পরও যদি ধোঁয়া উঠিতে দেখা যায়, তাহার সহজ অর্থ—সেইখানে আগুন আছে কিংবা ধোঁয়া হইতে অকস্মাত্ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটিতে পারে। জানিয়া-বুঝিয়া হউক কিংবা অজ্ঞানতাবশত—যুক্তিশাস্ত্রের এই সহজপাঠ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে সোভিয়েত জমানা-পরবর্তী বিশ্বে। কারণ, এই মহাসাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু যুদ্ধের আগুন তখনো নিভে নাই। স্নায়ুযুদ্ধের যুগে কিংবা ইহার পরবর্তী সময়ে কেউ ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করিতে পারে নাই যে, যুদ্ধের ছাই হইতে নূতন করিয়া অগ্নস্ফুলিঙ্গ ছড়াইবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে! বিভিন্ন পক্ষ ইহা বেশ ভালোমতোই বুঝিতে পারিল, যখন এক রক্তাক্ত যুদ্ধে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যবস্থা উলটপালট হওয়ার উপক্রম হইল। রণধ্বনি তো বাজিলই এবং তাহা বাজিল খোদ সুরক্ষিত ইউরোপের মাটিতেই। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির এক প্রভাতে শুরু হওয়া সেই 'ইউক্রেন যুদ্ধ' এখনো থামে নাই। বিশ্বব্যবস্থাকে কার্যত পঙ্গু করিয়া দিয়াছে এই মহাসংঘাত।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর অনেকের ধারণা ছিল, ইউরোপে হয়তো আর কোনো যুদ্ধের ঘটনা ঘটিবে না। বিশ্ব জুড়িয়া উদার গণতন্ত্র এবং মুক্ত ও উদার অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু এই হিসাব কতটা নির্ভুল ছিল, তাহা আজ কোটি টাকার প্রশ্ন। ইহার চাইতেও বড় প্রশ্ন, বিশ্বে এখন যেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্য, তাহাই-বা কত কাল বজায় থাকিবে? এই ধরনের নানা প্রশ্ন বর্তমানে সামনে আসিতেছে প্রসঙ্গতই। কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেইরূপ উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে, নূতন নূতন সংঘাত-সংঘর্ষ মাথাচাড়া দিতেছে, তাহাতে কখন কোন দেশ উত্তাল হইয়া উঠে, কাহার সহিত কাহার বাহাস এবং তাহা হইতে যুদ্ধ লাগিয়া যায়, তাহার হদিস রাখাই দুষ্কর! অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান, একবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ যেন খুবই স্বাভাবিক বিষয়! অথচ যুদ্ধের কারণে যে বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা আরো প্রকট ও প্রলম্বিত হইতেছে। যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধের অভিঘাতে দগ্ধ উন্নয়নশীল বিশ্বের অবস্থাই-বা কোন পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইবে? আবার এহেন অবস্থার উত্তরণ কীভাবে ঘটিবে, তাহার সন্ধানও মিলিতেছে না। ইউক্রেন যুদ্ধ কাঁধে লইয়া বিশ্ব যখন সংকটের সাঁকো পার হইতেছে, সেই সময়ে নূতন করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল মধ্যপ্রাচ্য। রাজনৈতিক ছকে পড়িয়া এই অঞ্চল এমনভাবে দুলিতেছে যে, না জানি—কতগুলি দেশ এই যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়া শেষ হয়!

এই বত্সর এমনিতেই বিশ্বব্যাপী নির্বাচনের বত্সর। কতিপয় দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ইতিমধ্যে। অনেক দেশে নির্বাচন আসিতেছে। বত্সরের শেষে ভোট হইবে যুক্তরাষ্ট্রে—বিশ্ববাসী অধীর আগ্রহে দৃষ্টি রাখিতেছে মার্কিন মুলুকের উপর। সেইখানকার অবস্থাও কি ভালো? বাকি উন্নত রাষ্ট্রগুলির অবস্থাই-বা কী? সেই সকল দেশও কি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল? উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লক্ষ করা যাইতেছে চরম রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি এবং ইহার ফলে ঐ সকল দেশের জনগণ ক্রমাগত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মহাসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। এই সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাক্যই বলা যায়—লক্ষণ খুব সুবিধার নহে। বস্তুত, সমগ্র বিশ্বের সামনে যেন কোনোই সুসংবাদ নাই, আছে কেবল 'টেনশন'! বিশ্বনেতৃত্ব না দেখাইতে পারিতেছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, না বসিতেছে সমঝোতার টেবিলে। নিজেদের কথা তো বটেই, ভুক্তভোগী উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষের কথা ভাবিয়া হইলেও তাহাদের শান্তির পথে আসা উচিত। প্রকৃতি সহিবে না যুদ্ধের এই নিষ্ঠুর খেলা!

প্রার্থী হিসেবে বাইডেন ও ট্রাম্পের যত দুর্বলতা

জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন আগামী বৃহস্পতিবার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষ্যে জনসম্মুখে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি তাদের কিছু দুর্বলতাও রয়েছে, যেগুলো তেমন একটা আলোচনায় আসছে না। বাইডেনের দুর্বলতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—তার ওপর আরোপিত দুর্নীতির অভিযোগ ও মুদ্রাস্ফীতির রেকর্ড। অন্যদিকে ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় দাগ হলো, ২০২১ সালে তার সমর্থক দ্বারা ক্যাপিটল হিল আক্রমণ। লিখেছেন **রস ডোথাট...**

জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন আগামী বৃহস্পতিবার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষ্যে জনসম্মুখে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি তাদের কিছু দুর্বলতাও রয়েছে, যেগুলো তেমন একটা আলোচনায় আসছে না। বাইডেনের দুর্বলতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—তার ওপর আরোপিত দুর্নীতির অভিযোগ ও মুদ্রাস্ফীতির রেকর্ড। অন্যদিকে ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় দাগ হলো, ২০২১ সালে তার সমর্থক দ্বারা ক্যাপিটল হিল আক্রমণ।

বাইডেনকে যদি মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে হয়তো তিনি আমেরিকার জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিজ 'দ্য সিম্পসন'-এর চরিত্র গ্র্যান্ডপা সিম্পসনের মতো হতভম্ব হয়ে যাবেন। তিনি যদি মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রদান না করতে পারেন, তাহলে তার পুরো প্রচারণা বিফলে চলে যেতে পারে। অন্যদিকে ট্রাম্পকে যদি ক্যাপিটল হিল সম্পর্কে জিগ্যেস করা হয়, তাহলে তিনি কর্নেল জেসেপের মতো খেপে যেতে পারেন। আবার এমনও হতে পারে, তিনি ক্যাপিটল হিলের দায় স্বীকার করে নিচ্ছেন। বিতর্কে কী ঘটবে, তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। কিন্তু দুই জনের ভাগ্য নির্ধারণের আগে তাদের একটি গৌণ দুর্বলতা দেখে নেওয়া যাক, যা শেষ মুহূর্তে ভোটারদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে আমি মনে করি যে, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মহান রক্ষক হিসেবে বাইডেনের আত্মপ্রকাশ ডেমোক্রেটদের জন্য ট্রাম্পের অসম অর্থনৈতিক লেনদেনের নীতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন করে তুলেছে। যদি বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে একটা ইতিবাচক যুক্তি দাঁড় করানো হয়, তাহলে এটা বলা যায় যে, তিনি ট্রাম্পের মতো ন্যাটোকে দুর্বল করার জন্য উঠেপড়ে লাগেননি। যদিও বাইডেনের সময়ে এসেই মার্কিনবিরোধী শক্তিগুলো আগের চেয়ে বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ট্রাম্পের গৌণ দুর্বলতা তার আগের কর্মকাণ্ড নয়, বরং তার আগের প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে, তার সম্ভাব্য দ্বিতীয় মেয়াদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে আমদানির ওপর ১০ ভাগ শুল্ক আরোপ করার প্রতিশ্রুতি।

বাইডেনের জন্য সেই দুর্বলতা হলো পররাষ্ট্রনীতি, অর্থাত্ তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বিশ্বব্যবস্থার অবনতি। আর ট্রাম্পের ক্ষেত্রে কোভিড-পূর্ববর্তী সময়ে আমেরিকার অর্থনৈতিক সংকট। যদিও এখানে ট্রাম্পের কিছু করার ছিল কি না, সে বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প-যুগে বিশ্বের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত ছিল। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত এত তীব্র আকার ধারণ করেনি, ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতও মারাত্মক যুদ্ধে রূপ নেয়নি, এমনকি মার্কিনবিরোধী শক্তি, যেমন :রাশিয়া, চীন, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার জোট বর্তমান সময়ের তুলনায় ছিল বেশ দুর্বল।

কোনো সন্দেহ নেই যে, বাইডেন প্রশাসন এই অবনতির দায় সরাসরি অস্বীকার করবে এবং যুক্তি দেবে যে, একনায়কতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ট্রাম্পের চেয়ে অনেক কঠিন পরিস্থিতি বিচক্ষণতার সঙ্গে সামাল দিয়েছেন বাইডেন। হয়তো এ কথাও উল্লেখ করবেন যে, বিপর্যয়কর বাস্তবায়ন সত্ত্বেও তিনি আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার সমর্থন করেছেন এবং হোয়াইট হাউজের ন্যায্যতা রক্ষার পাশাপাশি ইউক্রেনে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তবে আমি মনে করি যে, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মহান রক্ষক হিসেবে বাইডেনের আত্মপ্রকাশ ডেমোক্রেটদের জন্য ট্রাম্পের অসম অর্থনৈতিক লেনদেনের নীতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন করে তুলেছে। যদি বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে একটা ইতিবাচক যুক্তি দাঁড় করানো হয়, তাহলে এটা বলা যায় যে, তিনি ট্রাম্পের মতো ন্যাটোকে দুর্বল করার জন্য উঠেপড়ে লাগেননি। যদিও বাইডেনের সময়ে এসেই মার্কিনবিরোধী শক্তিগুলো আগের চেয়ে বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ট্রাম্পের গৌণ দুর্বলতা তার আগের কর্মকাণ্ড নয়, বরং তার আগের প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে, তার সম্ভাব্য দ্বিতীয় মেয়াদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে আমদানির ওপর ১০ ভাগ শুল্ক আরোপ করার প্রতিশ্রুতি।

২০১৬ সালে যখন তিনি প্রথম বার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তখন ট্রাম্প অর্থনৈতিকভাবে উদারতার পথ অবলম্বন করেছিলেন। মিট রমনি ও পল রায়ানের কঠোরতা নীতি থেকে সরে এসে তিনি কিছুটা উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইরান ও চীনের মতো দেশের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধের খরচে সহযোগিতা করে ভারসাম্য রক্ষার জন্য এমন নীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি তখন অবশ্য সম্ভব ছিল। এবারও ট্রাম্পের সমর্থকরা এমন নীতিই আশা করবে। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুদ্রাস্ফীতি যদি নিয়ন্ত্রণে না আনা যায়, তাহলে কর কমানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে যাবে। এছাড়া ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা জর্জরিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর কঠোর আঘাত হানতে পারে। আবার কিছু কিছু শ্রেণির জন্য এটা স্বস্তির সংবাদও হতে পারে। যারা শুল্কনীতি নির্ধারণ করেন, তারা এই ব্যাপারটাকে সমর্থন করবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এটা একটা জটিল বিষয়। আর জটিল যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের বরাবরই দুর্বলতা রয়েছে। অর্থাত্, ট্রাম্পের শুল্কনীতির প্রতিশ্রুতি ২০০৮ সালের জন ম্যাককেইনের স্বাস্থ্য-বিমায় ট্যাক্স প্রত্যাহারের নীতির মতো মনে হতে পারে। অবশ্য পরবর্তীকালে বারাক ওবামা সেটাকে মধ্যবিত্তের ওপর কর বৃদ্ধি করে সফল হয়েছিলেন।

মধ্যবিত্তের জন্য উচ্চমূল্য এবং করপোরেট করের হার কমানো, বিশেষ করে যখন ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের করপোরেট ট্যাক্স কাট করার সিদ্ধান্ত হিতে বিপরীত হতে পারে। ডেমোক্রেট দ্বারা রিপাবলিকান পার্টির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রচারণা হলো—রিপাবলিকান দল ধনীদের উপকার করার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে চুরি করছে বলে প্রচার করা। বাইডেন কি তার যুক্তিগুলো এমনভাবে তুলে ধরতে পারবেন, যা তার ভোটারদের মুদ্রাস্ফীতির কথা সাময়িক সময়ের জন্য হলেও ভুলিয়ে দিতে পারবে? আমার তা মনে হয় না। আবার অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ট্রাম্প তার নিজের কর্তৃত্ববাদী পরিচয় লুকিয়ে রেখে তার ভোটারদের এই কথা বিশ্বাস করাতে পারবেন কি না যে, বাইডেনের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে মার্কিনবিরোধী শক্তিগুলো আগের চেয়ে বেশি সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই দুইটি প্রশ্নের উত্তরের পাশাপাশি আরো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আগামী বৃহস্পতিবার 'ট্রাম্প বনাম বাইডেন' বিতর্কে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের নিয়মিত কলামিস্ট
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে অনুবাদ:

দিল্লি হাইকোর্টে আটকে গেল কেজরিওয়ালের জামিন

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিম্ন আদালতের দেওয়া জামিনের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্ট। ফলে আপাতত তিহার জেলেই থাকতে হচ্ছে আম আদমি পার্টির (আপ) এই নেতাকে। মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি সুধীরকুমার জৈন ও বিচারপতি রবীন্দর দুদেজার অবকাশকালীন বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আগামীকাল বুধবার সুপ্রিম কোর্ট কেজরিওয়ালের জামিনসংক্রান্ত আবেদন বিবেচনা করবেন। আবগারি (মদ) মামলায় ঘুষের অভিযোগে ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গত ২৩ মার্চ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে। কেজরিওয়াল সেই গ্রেফতারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তার আবেদন ছিল, ভোটে প্রচার ঠেকাতে মিথ্যা অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে আবেদন শুনে সুপ্রিম কোর্ট তাকে লোকসভা ভোটে প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন। ভোট শেষে তিহার জেলে ফিরে যাওয়া কেজরিওয়াল জামিনের জন্য নিম্ন আদালতে আবেদন করেন। রাউস অ্যাভিনিউয়ের নিম্ন আদালত সেই জামিন মঞ্জুর করলে ইডি তা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করে। মঙ্গলবার বিচারপতি সুধীরকুমার জৈন ও বিচারপতি রবীন্দ্র দুদেজার অবকাশকালীন বেঞ্চ ইডির আবেদন মেনে জামিনের আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে গিয়ে ইডির পক্ষে আইনজীবী দেশের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু বলেন, বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) ৪৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী জামিনের বিরোধিতা করে যেসব নথি ইডি পেশ করেছিল, নিম্ন আদালত তা যথাযথভাবে বিবেচনা করেননি। তাকে সবকিছু বলার সুযোগও দেওয়া হয়নি। একতরফাভাবে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। এর পাল্টা কেজরিওয়ালের আইনজীবীদের বক্তব্য ছিল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এখনও কোনও অকাট্য প্রমাণ ইডি দাখিল করতে পারেনি। অর্থের লেনদেনও প্রমাণ করতে পারেনি। মঙ্গলবার রায় দেওয়ার সময় হাইকোর্টের বিচারপতিরা অবশ্য বলেন, জামিনের নির্দেশ দেওয়ার আগে নিম্ন আদালত ইডির জমা দেওয়া বিপুল নথির যথাযোগ্য বিবেচনা ও তাদের যুক্তিগুলোর মূল্যায়ন যথাযথভাবে করেননি।

৩৬ বছর পরেও অপ্রকাশিত কাটরা মসজিদ দাঙ্গার রিপোর্ট

সারিউল ইসলাম

দিনটা ছিল ১৯৮৮ সালের ২৪শে জুন, শুক্রবার। নামাজ পড়ে বাড়ি ফেরার সময় মুসলিমদের উপর হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। অন্যদিকে ট্রেন থামিয়ে শেষের তিনটি বগিতে বেছে বেছে মুসলিমদের উপর নির্বিচারে আক্রমণ চালায় তারা। এই ঘটনায় সরকারিভাবে মৃত ২৯ জন বলা হলেও শতাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছিল সেদিন। ঘটনা হয়তো আপনাদের জানা। হ্যাঁ, ১৯৮৮ সালের কাটরা মসজিদ দাঙ্গা! তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটা সময় বলেছিলেন, 'সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না।' অথচ তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে ভয়ংকর দাঙ্গা ঘটেছিল মুর্শিদাবাদে। ৩৬ বছর পার হয়ে গেলেও বিভিন্ন কমিটি তৈরি করার পরেও আজ পর্যন্ত সেই রিপোর্ট অপ্রকাশিত। কিন্তু কেন প্রকাশ হলো না কাটরা মসজিদ দাঙ্গার রিপোর্ট?

১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে কাটরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। একসময় এই মসজিদে প্রায় হাজার দু'য়েক মুসল্লী একসঙ্গে নামাজ আদায় করতেন। পাশাপাশি সেখানে ছিল একটি মাদ্রাসা। ১৮৯৭ এর ভূমিকম্পে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের স্রোত আছড়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। বহু মুসলিম জমি জায়গা ফেলে ওপার বাংলায় শরনার্থী হয়। যার ফলে কাটরা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হলেও নামাজে মুসল্লী কমতে থাকে। ইংরেজ আমলেই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ মসজিদটি অধিগ্রহণ করে, তবে নামাজে ছিল না কোন বাঁধা। স্থানীয় সিঙা গ্রামের জনাব ইয়াহিয়া সাহেব কাটরা মসজিদ চত্বরে একটি ইসলামিক জলসার আয়োজন করেন। জলসার পোস্টার দেখে এলাকার লাল-গেরুয়া মহল সক্রিয় হয়ে ওঠে। ততদিনে বাংলার বুকে বামফ্রন্টের সহায়তায় গেরুয়া ব্রিগেড বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসএস যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ১৯৮৮ সালে নামাজ সহ সব রকম ধর্মীয় কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ। মুসলিম লীগ ঘোষণা করে নামাজ বন্ধের ইস্তেহার তুলে নিতে হবে, নয়তো ২৪শে জুন শুক্রবার কাটরা মসজিদ চত্বরে জুম্মার নামাজ পড়বে মুসল্লিরা। মুসলিম লীগের এই কথা স্থানীয় গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়তেই নির্ধারিত দিনের দিন ২০ আগে থেকে ময়দানে নামে বামফ্রন্ট। এক ধরনের লিফলেট হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায়। লিফলেটে লেখা ছিল '২৪শে জুন ১৯৮৮-এর জমায়েত ব্যর্থ করুন।' লিফলেটে নাম ছিল বামফ্রন্টের সাংসদ মাসুদল হোসেন, জয়নাল আবেদীন সহ অন্যান্য বাম নেতাদের। লিফলেটে গেরুয়া পন্থীদের পাল্টা আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়। বামেদের মধু বাগ, তরুণ দে, আব্দুল বারী, ছায়া ঘোষের নাম ছিল। তারা হিন্দু প্রধান এলাকায় গিয়ে উস্কানি মূলক বক্তব্য দিতে শুরু করেন।

২৪শে জুন ১৯৮৮, শুক্রবার প্রশাসনের কথায় কাটরা মসজিদ চত্বরে নামাজ পড়ার বদলে বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার মুসল্লি সেখানে উপস্থিত হন। মুসল্লিরা বাড়ি ফেরার সময় পুলিশ প্রশাসন তাদের কাশিমবাজারের দিক দিয়ে ফিরতে বলে। লালসড়ক মোড়ে লাঠি, বল্লম, রামদা, খাড়া, হাসুয়া সহ ভয়ঙ্কর হাতিয়ার নিয়ে একদল দুষ্কৃতী বাড়ি ফেরা মুসল্লিদের উপর আক্রমণ চালায়। পোস্ট অফিস ও দোকান ঘরে আশ্রয় নেওয়া ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষদের টেনে বার করে খুন করা হয়। কাশিমবাজারের নিমতলা এলাকায় প্রায় ৭০ জনের একটি দলকে আক্রমণ করে কচুকাটা করা হয়। লাশগুলো কাটি গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়।

নিমতলা থেকে একদল মানুষ হাতিনগর পার হয়ে জীবননগর নামক মুসলিম গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথে মধ্যে তাদেরকেও আক্রমণ করে কচুকাটা করে সেই দুষ্কৃতীরা। প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ জমায়েত করে নাকুড়তলায়, তারা জানতো না কাটরা মসজিদে নামাজ পড়ার বিষয়টি পরিবর্তিত হয়েছে। সেখান থেকে পুলিশ বেশিরভাগ মানুষকে অন্যত্র নামাজের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলে অল্প সংখ্যক মানুষ কাটরা মসজিদ চত্বরে উপস্থিত থাকে। পুলিশের সামনে পান্না নামক সিপিআইএম এর স্থানীয় সমাজবিরোধী সহ বাম ও গেরুয়া পন্থী নেতারা গণহত্যা চালায় নাকুড়তলায়।

সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত গণহত্যা হয় শুক্রবার সন্ধ্যায় নসিপুর স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে। জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, লালগোলা যাওয়ার প্যাসেঞ্জাররা ঠাসাঠাসি করে ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে উঠে পড়ে। সন্ধে ৬টা ১০ মিনিটে ট্রেনটি নসিপুর পৌঁছালে চেন টেনে ট্রেনটি থামানো হয় এবং প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ সশস্ত্র দুষ্কৃতী ট্রেনের শেষ তিনটি কামরায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। সেখানে প্রাণভয়ে লুকিয়ে থাকা মানুষজন বলেন, রাতে ট্রাক নিয়ে এসে মৃতদেহ গুলি গায়েব করা হয়। উল্লেখ্য, নসিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলে, সুতরাং এলাকায় বামফ্রন্ট ছাড়া আর কারো প্রভাব ছিল না।

আমার বাবার বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর। তার মুখ থেকে শুনেছি, কাপাসডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার গ্রামগুলিতে প্রবেশ করার কথা জানতে পেরে মানিকনগর অর্থাৎ আমার গ্রাম এবং শিবনগর গ্রামের মানুষজন বাস-লাঠি হাতে প্রতিরোধের জন্য গোবরানালার সীমান্ত এলাকাগুলিতে দাঁড়িয়েছিল।

আমার মায়ের মুখ থেকে শুনেছি, তার বয়স তখন মাত্র ১১ বছর। গোপালনগর গ্রামে মা সহ স্থানীয় সকল শিশুদের পাটের জঙ্গলে দুই দিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

ঘটনার ২২ দিন পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মুর্শিদাবাদে আসেন। কিন্তু বহরমপুর সার্কিট হাউস থেকে আর কোথাও যাননি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি তিনি।

এই ঘটনার পর বিধানসভায় প্রচুর হইচই হওয়ার পরেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসায় যা ক্রমশ হিমঘরে চলে যায়। যেমনটা ওয়াকাফ কেলেঙ্কারি নিয়ে জ্যোতি বাবু বিচারক গীতেশরঞ্জন বাবুকে দিয়ে বিচার বিভাগীয় কমিশন বসিয়েছিলেন, যেটি কখনো দিনের আলো দেখতে পাইনি।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে সমাজকর্মী তইদুল ইসলাম বলেন, 'বাম আমলে কত বড় দাঙ্গা হয়েছিল মুর্শিদাবাদে, তা মানুষ যাতে জানতে না পারে সেই কারণে রিপোর্ট প্রকাশ করেনি সরকার। প্রথমে দেব কমিশন তারপর চৌধুরী কমিশন তদন্ত করে এই ঘটনার। কিন্তু সেই রিপোর্ট প্রকাশ হলে সরকারের বদনাম হতো। তাই রিপোর্ট প্রকাশ করেনি সরকার। আমরা চাই সেই রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশিত হোক।'

কাটরা মসজিদ দাঙ্গার ৩৬ বছর পার হলেও শতাধিক সংখ্যালঘু মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিল না প্রমাণ করেছে সরকার।

প্রথম নজর

হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় বীরভূম জেলার প্রথমকে সংবর্ধনা ফোরামের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় (২০২৪) জেলার প্রথম স্থান অধিকারী মহম্মদ ইফতিকার মল্লিককে সংবর্ধনা দিল বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের বীরভূম শাখা। মোহাম্মদ ইফতিকার মল্লিকের প্রাপ্ত নম্বর ৭২৫ । নবস্থা এ এস এফ হাই মাদ্রাসার এই কৃতি ছাত্রের দারিদ্রতা কোনভাবেই সাফল্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি । বীরভূম ফোরামের পক্ষ থেকে এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি শেখ মোহাম্মদ রফিক, জেলা সম্পাদক গোলাম রসুল , মহম্মদ খায়রুল ইসলাম , আমিরুল ইসলাম ও সাবিনা ইয়াসমিন প্রমুখ সদস্যবৃন্দ । ফোরামের পক্ষ থেকে এই কৃতি ছাত্রের হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ,ফুলের তোড়া,মাইকেল এইচ হার্ট প্রনিত দি হান্ড্রেড পুস্তক , মেমেন্টো , মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সুশান্ত ঘোষ বলেন ইফতিকারের সাফল্যে আমারা গর্বিত। জেলা সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ রফিক ইফতিকারকে সৎ চরিত্রের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হওয়ার আশীর্বাদ করেন। জেলা সম্পাদক গোলাম রসুল তাকে কঠোর পরিশ্রমী , উৎসাহী, অধ্যাবসায়ী ও ভালো মানুষ হওয়ার সুপরামর্শ দেন।

বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের শান্তিনিকেতন মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: বোলপুরে সিকম স্কীলস ইউনিভার্সিটিতে বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে হয়ে গেলো শান্তিনিকেতন মহোৎসব। সিকম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর মুখোপাধ্যায় , রেজিস্ট্রার নির্মাল্য ঘোষ , বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন সিরাজুল ইসলাম , মহকুমাশাসক অয়ন নাথ , বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় , 'আলাপিনী সমিতি'র সভাপতি অপর্ণা চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে মাদলের তালে, আদিবাসী নৃত্যের ছন্দে সূচনা হয় উৎসবের। মাননীয় অতিথিবর্গ এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পীরা সমবেত ভাবে জ্বালিয়ে তোলেন মঙ্গলপ্রদীপ। বিশিষ্ট অতিথিদের বরণ পর্বের পর শান্তিনিকেতনে তিন প্রজন্মের আশ্রমিক, 'আলাপিনী সমিতি'র সভাপতি অপর্ণা চৌধুরীর হাতে বঙ্গসংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে 'মহাশ্বেতা দেবী স্মারক সম্মান' তুলে দেন সম্পাদক ফিরোজ হোসেন। সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় হাওড়া জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী রহিমা খাতুনকে।অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সন্তুরবাদক পন্ডিত দিশারী চক্রবর্তীর বাজনা ও প্রবাসী বাঙালী শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী নৃত্যাঙ্গনা শিল্পী বারুরির নৃত্য উপস্থিত সকলের প্রসংশা অর্জন করে।
সঙ্গীত পরিবেশন করেন ধৃতি চট্টোপাধ্যায়, সঞ্চারী ব্যানার্জী ,তন্ময় মুখোপাধ্যায়।
আবৃত্তিতে ছিলেন রানু গুহ, মহুয়া ব্যানার্জী । সিকম ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান নজর কাড়ে। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সিকম বিশ্ববিদ্যালয়ের জি এম নুরুল ইসলাম।সুস্থ শিল্প ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বঙ্গসংস্কৃতি মঞ্চের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে আগামীতেও পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন এবং শুভেচ্ছাবার্তা দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায় ও গার্গী পোদ্দার।

বেড়াচাঁপায় শিশুদের স্কুলে সামার ফুড ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: মঙ্গলবার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত বেড়াচাঁপার নূরে আলম চাইল্ড মিশনে অনুষ্ঠিত হলো সামার ফুড ক্যাম্প। গ্রীষ্মকালের বিভিন্ন ফল সম্পর্কে ধারণা দিতে ও শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে পঠন-পাঠনে আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এই ফুড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ফুড ক্যাম্পের বিভিন্ন স্টল থেকে আম, তরমুজ, শশা, লেবু, ডালিম,আঙুর সহ বিভিন্ন ফল, আইসক্রিম, বিভিন্ন জুস শিক্ষার্থীদের পরিবেশন করা হয়।মিশনের প্রধান শিক্ষিকা রেহেনা পারভীন বলেন, "সামার ফুড ক্যাম্প অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা গ্রীষ্মকালের বিভিন্ন ফুড সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। পাশাপাশি তারা গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। ছাত্র ছাত্রীরা অনুষ্ঠানটি অনেক উপভোগ করেছে। এই অনুষ্ঠানে চার শতাধিক শিক্ষার্থী সহ পিতা-মাতাগণের যথেষ্ট উপস্থিতি ছিল।

চাকরির নামে প্রতারণা, মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ার অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: চাকরির নামে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। গতকাল রাতে বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার পার্শ্বলা গ্রামে অভিযুক্তর বাড়ি থেকে সৌমেন সিংহ মহাপাত্র নামের ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে আজ পুলিশ খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করলে আদালত আগামী ৩ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন । ঘটনায় অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছেন প্রতারিত যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার ধবনী গ্রামের বাসিন্দা পীযুষ সিনহা মহাপাত্রর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় পার্শ্ববর্তী কল্লাচ্যা গ্রামের বাসিন্দা পার্থ সিংহ মহাপাত্রর। তাঁর সূত্র ধরেই পীযুষের সঙ্গে আলাপ হয় পার্শ্বলা গ্রামের সৌমেন সিংহ মহাপাত্রর সঙ্গে। অভিযোগ মাস কয়েক আগে ওই দুই যুবক পীযুষকে জামশেদপুরে একটি নামী সংস্থায় স্থায়ী চাকরীর প্রস্তাব দেয়। পীযুষকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ওই চাকরীর জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ও অভিজ্ঞতার সংশাপত্রও তৈরী করে দেওয়া হবে । বিনিময়ে প্রথমে ৬০ হাজার টাকা দাবী করে ওই দুই যুবক । পীযুষের দাবী প্রথমে ৬০ হাজার টাকায় কথা হলেও ধাপে ধাপে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা নেয় পার্থ ও সৌমেন । কখনো নগদে আবার কখনো বিভিন্ন পে অ্যাপের সাহায্যে পীযুষ ওই টাকা দেন ওই দুজনকে । এরপর পীযুষকে জামশেদপুরে অপর একটি সংস্থায় কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার দশ দিনের মাথায় সংস্থার তরফে তাঁকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই পীযুষ জানতে পারেন তাঁকে দেওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিপ্লোমা ও অভিজ্ঞতার সংশাপত্রও জাল। এরপরই পীযুষ বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পার্থ ও তার সহযোগীর কাছে দেওয়া টাকা ফেরত চাইলে পীযুষকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার দ্বারস্থ হন পীযুষ। নড়েচড়ে বসে পুলিশ। এরপরই পীযুষের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল গ্রেফতার করা হয় সৌমেন সিংহ মহাপাত্রকে।

কোর্ট চত্বরের শৌচালয়ে মা-মেয়ের পাঠশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: রানাঘাট আদালত চত্বরে রয়েছে পুরসভার শৌচালয়। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মাঝেমধ্যেই সেখানে যাচ্ছেন আইনজীবী, মক্কেল কিংবা প্রশাসনিক কাজে মহকুমা শাসকের দফতরে আসা মানুষজন। শৌচালয়ের ভেতরেই রয়েছে ছোট্ট একটা ঘর। ভ্যাপসা গরমে শান্তি বলতে একটা পাখা। মেয়েকে পাশে বসিয়ে বইয়ের ছাপা অক্ষরে আঙুল রেখে মা পড়াচ্ছেন। শৌচালয়ের ওই ঘর যেন এখন হয়ে উঠেছে বছর দশের সুহানীর সাউয়ের ' নিজের পাঠশালা'। রানাঘাট ব্রজবালা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির এই ছাত্রীর দিন কাটে রানাঘাট আদালতের পাশে শৌচালয়ের ঘরে নিজের মায়ের সঙ্গে। সেই ঘরে বসেই এঁকেছে ছবি। মেয়ের শখের আঁকা ছবি শৌচালয়ের দেওয়ালে সযত্নে ঝুলিয়ে রেখেছেন মা কল্পনা দেবী। রানাঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের থানাপাড়ার বাসিন্দা শংকর সাউ। রানাঘাট রেল বাজারে বিভিন্ন দোকানের বস্তা মাথায় বয়ে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেন তিনি। যেটুকু পারিশ্রমিক মেলে তা দিয়ে স্বামী-স্ত্রী ও দুই মেয়ের পেট কোনরকমে চলে। তাই কলেজ পড়ুয়া বড় মেয়ে স্নিগ্ধা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছোট মেয়ে সুহানীর পড়াশোনার খরচ জোগাতে শৌচালয়ে কাজ নিয়েছেন মা। শৌচালয়ের ছোট্ট ঘরে মেয়েকে পড়াচ্ছেন মা।

ফোনের ওটিপি দিয়ে ২৫০০০ টাকা লোপাট

বাইজিদ মণ্ডল ● রায়দিঘী

আপনজন: এবার বন্ধন ব্যাংক এর নামে প্রতারণা। এই প্রতারণার শিকার এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে রায়দিঘী থানার বাহির কাঞ্চলী গ্রামে। জানা যায় শনিবার বন্ধন ব্যাংকের ম্যানেজার গৃহবধূ পলি ভান্ডারীর একাউন্ট থেকে ২৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। সোমবার রায়দিঘী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পলি ভান্ডারী। প্রতারিত ওই গৃহবধূ জানিয়েছেন, শনিবার তার মোবাইলে একটি নং থেকে ফোন আসে। বলা হয় আপনার ব্যাংকের একাউন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কেওয়াইসি জমা দিতে হবে। ফোনে কথা বলতে বলতে বলে বই চালু হয়ে গিয়েছে, ওটিপি গিয়েছে ওটা দিতে হবে। পলি ভান্ডারী ওটিপি দিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা কাটা যায় একাউন্ট থেকে। তখনই বুঝতে পারে যে প্রতারণার শিকার হয়েছেন তারা।

দুন এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কক্ষে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ডাউন দুন এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরায় এবার বহিরাগতদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল। সোমবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে বিহারের খুরদা স্টেশনে। হাওড়াগামী ডাউন দুন এক্সপ্রেসে বহিরাগত কিছু যুবক ওই হামলা চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সংরক্ষিত কামরায় ওঠা এক বহিরাগত যাত্রীকে সিটে বসতে বারণ করায় তিনিই 'বৈধ' যাত্রীদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। পরের স্টেশনে ট্রেন ঢুকলে বহিরাগদের ডেকে আনেন তিনি। খুরদা স্টেশনে একদল বহিরাগত যুবক জোর করে ট্রেনের ওই সংরক্ষিত কামরায় উঠে যাত্রীদের উপর হামলা চালায়।
মারধর করে ২ যাত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেয়। পাশের সিটে মায়ের কোলে থাকা এক সদ্যোজাত শিশু আহত হয় বলে অভিযোগ। বহিরাগত প্রায় শ'খানেক যুবক ট্রেনের ওই বগিতে যাত্রীদের মারধরের পাশাপাশি কামরাতেও ভাঙচুর করে।

সোনারপুরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ২ যুবক

আসিফা লস্কর ● সোনারপুর

আপনজন: মঙ্গলবার ভোরে লরি ও বাইকের দুর্ঘটনায় মৃত দুই বাইক আরোহী। মঙ্গলবার ভোরে বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কামরাবাদ পঞ্চায়েতের খুড়িগাছি আশ্রম এর কাছে। মৃত দুই যুবকের নাম সাগর কুমার জানা (২১) ও সুজিত পাত্র (২৩)। পুলিশ সূত্রে জানা যায় আজ ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে।
পুলিশ সূত্রে আরও খবর তিন যুবক সোনারপুরের দিকে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় সোনারপুরের দিক থেকে আসা একটি লরি তাদের বাইকে ধাক্কা মারে। যার ফলে ঘটনাস্থলে ছিটকে পড়ে যায় ওই তিনজন যুবক। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে ওই তিন যুবককে উদ্ধার করে সোনারপুরের সুভাষগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা প্রথমে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

বালি খাদে ডাম্পারে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু স্ত্রীর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: স্বামীর জন্য খাবার দিতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হলোনা স্ত্রী। মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। নাম সন্ধ্যা মন্ডল। মৃতের বয়স ৪২ বৎসর। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে খন্ডঘোষ ব্লকের শশঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নারিচা এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে স্বামী কে দিতে যাচ্ছিলেন সন্ধ্যা মণ্ডল।স্বামী দশরথ মন্ডল এলাকার একটি বালি খাদেই শ্রমিকের কাজ করেন।
বালি খাদের রাস্তায় একটি বালির ডাম্পার দ্রুত গতিতে এসে হঠাৎ ওই মহিলাকে পিষে দিয়ে চলে যায়। খবর দেওয়া হয় খন্ডঘোষ থানার পুলিশ কে। দুর্ঘটনাস্থলে এলাকাবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। খণ্ডঘোষ থানার ওসি সহ খণ্ডঘোষ থানার আরও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
দুর্ঘটনাগ্রস্থ মহিলাকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণী নদির ব্রীজে ফাটল দেখা দেওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

সেখ রিয়াজউদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: জাতীয় সড়কের হাল ফিরলেও ফেরেনি ব্যস্ততম ১৪নং জাতীয় সড়কের মধ্যে নলহাটির ব্রাহ্মণী নদীর উপর অবস্থিত জগধরী ব্রীজের। মঙ্গলবার আবারও বড় গর্ত সহ ফাটল দেখা যায়।যার ফলে উক্ত রাস্তার উপর যাতায়াতকারী বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী সাধারণ আতঙ্কিত এবং বারবার ফাটল দেখা দেওয়ায় একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।রাজেশ তেওয়ারী নামে নলহাটির এক মোটরসাইকেল আরোহী ফাটল ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে তার ক্ষোভ ব্যাক্ত করেন।বারবার ফাটল দেখা দিলেও প্রশাসনের টনক নড়ে না।যতক্ষণ না বড়সড় দূর্ঘটনা ঘটছে বা কিছু লোক মারা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরব। এই ব্রীজেই একটার পর একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে। অথচ প্রশাসনের তরফ থেকে কোনরকম তৎপরতা দেখা যায় না। কবে যে এই ব্রিজ ঠিক হবে ধোঁয়াশায় রয়েছে সাধারণ মানুষ। যদিও এদিন ফাটল দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সারানোর ব্যবস্থা করা হয় লোকজন দিয়ে।পথ চলতি যানবাহন কারী তথা যাত্রী সাধারন কে আগাম সতর্কবার্তা দিতে ফাটল যুক্ত জায়গাটি আলাদাভাবে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এরফলে ১৪নং জাতীয় সড়ক জুড়ে শুরু হয়ে যায় প্রচন্ড যানজট।শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত যানজট তখনো অব্যাহত।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন বারুইপুর কোর্টের আইনজীবীরা

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকার কিছুদিন আগে তিনটে নতুন আইন সংসদে পাস করেছিল। সেই আইন গুলি আগামী ১ জুলাই থেকে বলবৎ হওয়ার কথা। সেই নতুন আইন যাতে বলবৎ না হয় তার জন্য মঙ্গলবার বারুইপুর মহাকুমা আদালতের আইনজীবীরা বিক্ষোভ দেখালো আদালত চত্বরে।
এক আইনজীবী বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে তিনটি নতুন আইন পাশ করেছে তা আগামী পহেলা জুলাই থেকে চালু হওয়ার কথা। আমরা এই আইনের ঘোর বিরোধিতা করছি। কারণ নতুন যে আইন আসছে তার যে ধারাগুলি আছে সেগুলো জনগণের একেবারেই বিপক্ষে যাচ্ছে, আমরা একটা চমক দেখছি, সরকার বলছে যে রাজদ্রোহ আইন আমরা তুলে দিচ্ছি, এটা শুনতে খুব ভাল লাগছে সাধারণ আইনে মানুষ যেটি আর্টিকেল ২১ ধারায় বলা আছে মানুষ দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য যেসব অধিকার আছে তারা সেই অধিকার থেকেই বঞ্চিত হবে মানুষ। এটি সম্পূর্ণ জন বিরোধী আইন বলে আমরা মনে করছি। আইনে যে সিআরপিসি কথাটি আছে মানে পুলিশের যে ভূমিকা আছে তা সম্পূর্ণ চেঞ্জ করা হলো। পুলিশে কাজকর্ম ও পরিবর্তন হবে। ভারতবর্ষের শুধুমাত্র সরকার বা প্রতিষ্ঠান শেষ কথা বলবে মানুষের কথা বলবে না। ভারতবর্ষেরএকটা রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে তিনটি স্তম্ভ আছে আইনে জুডিশিয়ালি, মিলিটারি, এক্সিকিউটিভ বা প্রশাসন। এখানে জুডিশিয়াল এর ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ চলে আসছে ফলে এই আইনটি আমরা মানবো না। আজ এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে পশ্চিমবাংলা বিভিন্ন আদালতে হচ্ছে। আদালতে শুধু একটা সংগঠন করছে না, বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

লালগোলা কলেজ গেটে কেন্দ্র বিরোধী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লালগোলা

আপনজন: রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নির্দেশে ছাত্র-যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে, NEET, NET দুর্নীতির বিরুদ্ধে , মেডিকেল এন্ট্রান্স রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ও এনটিএ চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পদত্যাগের দাবিতে লালগোলা কলেজ গেটে লালগোলা কলেজ ইউনিট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সাহিল হোসেন (সুমন) ও সহ সভাপতি শিমুল হোক এর নেতৃত্বে লালগোলা কলেজ ইউনিট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলতে থাকে এই দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্নেহাশীষ চ্যাটার্জি ও রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক্সজেটিভ মেম্বার আসিফ খান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী সংবর্ধনা

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির শাখা ১ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান তথা মেমারি বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, পূর্ব বর্ধমান সদর সহকারী প্রশাসক (মধ্যশিক্ষা) অরুণ কুমার মন্ডল মেমারি চক্রের অবর পরিদর্শক ভজন কুমার ঘোষ, প্রাক্তন শিক্ষক অরিন্দম কোনার, মহঃ আলী মল্লিক, দেবিদাস সাঁই, সেবক মহান্তি, নান্টু মন্ডল, বাসুদেব ঘোষ সহ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি আশীষ ঘোষ দস্তিদার, প্রধান শিক্ষক তথা অনুষ্ঠান সভাপতি কেশব কুমার ঘোষাল সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকা, অশিক্ষা কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এদিন উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অর্জনকারী আফরিন মন্ডল সহ টপ দশ জনকে এবং মাধ্যমিকের সেরা তালিকার দশ জনকে সম্বর্ধিত করা হয়।

রক্তদান শিবির হাটগাছায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়ের নির্দেশে এবং হাটগাছা-১ নং অঞ্চল অঞ্চল তৃনমুল কংগ্রেসের উদ্যগে ডাহুকায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। উল্লেখ্য উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়ের নির্দেশ মোতাবেক মঙ্গলবার হাটগাছা-২ নং অঞ্চলে সেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।যেখানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মণ্ডল,হাটগাছা-২ নং অঞ্চল সভাপতি ফারুক মল্লিক, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ পাল, হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সেলিম মোল্লা প্রমুখ।এদিনের এই শিবিরে ২২ জনের মতো রক্তদান করেন।

সোনামুখী কলেজে গেটের সামনে বিক্ষোভ

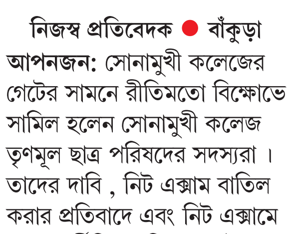

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোনামুখী কলেজের গেটের সামনে রীতিমতো বিক্ষোভে সামিল হলেন সোনামুখী কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা । তাদের দাবি , নিট এক্সাম বাতিল করার প্রতিবাদে এবং নিট এক্সামে চূড়ান্ত দুর্নীতির প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি । বেশ কিছু সময় তারা কলেজের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং কেন্দ্রীয়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন ।
সোনামুখী কলেজের জিএস সুজিত থান্দার বলেন , অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকার নিট পরীক্ষায় দুর্নীতি করছে । আমরা চাই যারা কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে তারা তাদের ন্যায্য মূল্য যেন পায় ।

ইউরো ২০২৪

মদরিচের রেকর্ডের রাতে ক্রোয়েশিয়ার বিষাদ, স্পেনের সঙ্গে শেষ ষোলোয় ইতালি

আপনজন ডেস্ক: কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ডাগআউটে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন আন্দ্রে ক্রামারিচ, লুকা সুচিচসহ বদলি ও বেঞ্চের খেলোয়াড়েরা। রেফারির বাঁশি বাজবে, আর শেষ ষোলোয় ওঠার আনন্দে সবাই ছুটে যাবেন মাঠের ভেতরে। ওদিকে গ্যালারি থেকে ক্রোয়াট সমর্থকদের আওয়াজ ততক্ষণে পারলে আকাশ ছোঁয়। কিন্তু হঠাৎই কী যেন হয়ে গেল! নিস্তব্ধতা নেমে এল চারপাশে। ম্যাচের শেষ কিক থেকে ইতালির গোল! বদলি নামা মাতিয়া জাকাগনি স্রেফ জালই কাঁপালেন না, যেন ক্রোয়াটদের হৃদয়টাই ফুড়ে দিলেন ওই গোলকটি দিয়ে। লাইপজিগ স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৯৮তম মিনিটের এই গোলেই ম্যাচ ১-১ ড্র করে ‘বি’ গ্রুপ থেকে রানার্সআপ হিসেবে শেষ ষোলোয় উঠেছে ইতালি। গ্রুপের অন্য ম্যাচে আলবেনিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে নকআউটে জায়গা করেছে স্পেনও। আর তিন ম্যাচই জয়হীন থাকা ক্রোয়েশিয়ার শেষ ষোলোর সম্ভাবনা কার্যত শেষ। দুই পয়েন্ট আর গোলের ব্যবধান নিয়ে তৃতীয়দের মধ্যে সেরার তালিকায় থাকার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ। অথচ লুকা মদরিচের দারুণ নৈপূণ্যে ম্যাচটা মুঠোতেই ছিল ক্রোয়েশিয়ার। প্রথমার্ধে যে দল ইতালির বক্সে থেকে একটি শটও নিতে পারেনি, সেই দলই দ্বিতীয়ার্ধের বেশির ভাগ সময় দাপট দেখিয়েছে। যার শুরুটা হয়েছে আবার ব্যর্থতা দিয়েই। ম্যাচের ৫৫তম মিনিটে পেনাল্টিতে দলকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল মদরিচের। কিন্তু ডান দিকে মারা তাঁর নিচু শট ঝাঁপিয়ে সহজেই রুখে দেন জিয়ানলুইজি ধন্নারুম্মা। এর কয়েক সেকেন্ড পরই ক্রোয়াট-গ্যালারিতে আনন্দের উপলক্ষ নিয়ে আসেন মদরিচ। আন্তে বুদিমিরের শট ইতালি গোলকিপার প্রতিহত করলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি। কাছেই থাকা মদরিচ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বল জালে পাঠাতে ভুল করেননি।

ক্রোয়েশিয়ার শেষ ষোলোয় ওঠার সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলা এই গোলে ইউরোর নতুন রেকর্ড গড়েন মদরিচ। ৩৮ বছর ২৮৯ দিন বয়সে গোল করে মদরিচই এখন ইউরোর সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতা। পেছনে ফেলেছেন ২০০৮ ইউরোয় পোল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে গড়া অস্ট্রিয়ার ইভিকা ভাসতিচের রেকর্ড।

মদরিচের রেকর্ডগড়া গোলের পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ উঠে আসে ক্রোয়েশিয়ার কাছে। ক্রমাগত ইতালি রক্ষণে চাপও বাড়তে থাকে। ইতালি কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি অবশ্য একটা গোল পেতে আক্রমণাত্মক ফরমেশনই ধরে রাখেন। যার অংশ হিসেবে ৮২ মিনিটে সেন্টার ব্যাক মাতেও ডারমেইনের বদলে নামান ফরোয়ার্ড জাকাগনিকে। ২৯ বছর বয়সী এই লাৎসিও উইঙ্গারই ম্যাচের শেষ বাঁশির কয়েক সেকেন্ড আগে বক্সের বাইরে বল পেয়ে কোনাকুনি জোরালো শটে বল জালে পাঠিয়ে ইতালিকে এনে দেন শেষ ষোলোর টিকিট।

‘বি’ গ্রুপে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ইতালি আছে দ্বিতীয় স্থানে। ফেরান তোরেসের গোলে আলবেনিয়াকে হারানো স্পেন তিন ম্যাচের সবকটিতে জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। ক্রোয়েশিয়ার পয়েন্ট ২, আলবেনিয়ার ১।

শেষ ষোলোর আগে রুডিগারকে নিয়ে দুশ্চিন্তা জার্মানির

আপনজন ডেস্ক: সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপের শেষ ম্যাচে কোনোমতে হার এড়িয়েছে জার্মানি। তবে ইউরো ২০২৪-এর শেষ ষোলোর নকআউট ম্যাচের আগে দুশ্চিন্তা ভর করেছে জুলিয়ান নাগলসমানের মনে। দলের অন্যতম রক্ষণ-ভরসা অ্যান্তোনিও রুডিগার চোটে পড়েছেন। উরুর চোটের কারণে শেষ ষোলোর ম্যাচে তিনি খেলবেন কি না, সেটি এখন ঝুলছে সংশয়-শঙ্কার সুতোয়। শনিবার ডর্টমুন্ডে শেষ ষোলোর ম্যাচে জার্মানির প্রতিপক্ষ কে হবে, সেটি এখনো নির্ধারিত হয়নি। তবে তিনবারের ইউরো-জয়ী জার্মানরা ম্যাচটি খেলবে গ্রুপ ‘সি’র রানার্সআপ দলের সঙ্গে। ওই গ্রুপে ইংল্যান্ড ৪ পয়েন্ট নিয়ে এ মুহূর্তে আছে শীর্ষে। ২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে যৌথভাবে আছে ডেনমার্ক ও স্লোভেনিয়া। ১ পয়েন্ট পেয়েছে সার্বিয়া। ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া যেকোনো একটিই হতে পারে জার্মানির প্রতিপক্ষ। এ গ্রুপের শেষ ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে বুধবার। তবে প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, হার্জোজেনোরোচে জার্মানির অনুশীলন ক্যাম্প এ মুহূর্তে কিছুটা থমথমে। রুডিগার যদি খেলতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে বড় বিপদেই পড়ে যাবে দল। দুই হলুদ কার্ডের জন্য এরই মধ্যে শেষ ষোলো থেকে ছিটকে পড়েছেন রুডিগারের রক্ষণ-সঙ্গী জোনাথন তা। জার্মানি কাল ফ্রাঙ্কফুর্টে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে যোগ করা সময়ে নিকলাস ফুলক্রুগের গোলে হার বাঁচিয়ে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে শেষ ষোলোতে উঠেছে জার্মানি।

সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে রোববারের ম্যাচে রুডিগার অবশ্য খেলেছেন। পুরো সময়ই খেলেছেন। তবে আজ সোমবার তাঁর চোটের জায়গায় স্ক্যানের পর রিপোর্ট ভালো আসেনি। সুইসদের বিপক্ষেও রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার চোটের কারণে খুব একটা স্বস্তি নিয়ে খেলতে পারেননি। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে নাগলসমান একই একাদশ নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। যদিও এ ম্যাচে হলুদ কার্ড পেয়ে যান তা। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর বদলে নাগলসমান মাঠে নামান নিকো স্ক্লটারবেককে। জার্মান কোচের হাতে আরও যে দুই ডিফেন্ডার আছেন, তাঁরা হলেন ওয়াল্ডারমান অ্যান্টন ও রবিন কচ।

প্রথমবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আফগানিস্তান

আপনজন ডেস্ক: প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, এত সাহস কোথায় পেল তারা? অবশ্য উত্তর পেতে খুব একটা সমস্যা হবার কথা না। আফগানরা তো লড়াকু জাতি, সাহস নিয়েই তাদের বাঁচতে শেখা। আজ নিশ্চয়ই আফগানিদের তেমনই অনুভব হচ্ছে, যেমনটা হয় তাদের যুদ্ধ জয়ে! হবারই কথা, আজ বিশ্ব ক্রিকেটে যে রূপকথা লিখেছেন রশিদ-নাবিরা, তা যে বড্ড গর্বের। ক্রিকেটের নব্য তরুণ একটা দেশ কিনা রাঘববোয়ালদের ছিটকে দিয়ে সেমিফাইনালে! হ্যাঁ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শেষ চারে পৌঁছে গেছে আফগানরা। আর মাত্র দুটি ধাপ, এরপরেই আরাধ্য সেই শিরোপা।

অথচ কি ছিল আফগানিস্তানের! কিছুদিন আগেও তারা ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশ, যেখানে বাতাসে ভেসে বেড়াতো বারুদের গন্ধ; প্রতিটি মুহূর্ত ছিল চরম উথকণ্ঠার, প্রতিটি নিঃশ্বাসই ছিল যাদের শেষ নিঃশ্বাসের মতো। সেখানে ক্রিকেট ছিল তাদের একটুখানি বিনোদনের মাধ্যম। যেই ক্রিকেটে চরম দুঃসময়েও হেসে উঠতো গোটা আফগানিস্তান, সেই ক্রিকেটারদের গড়ে উঠা যুদ্ধ থেকে কম ছিল না। দেশে কোনো মাঠ ছিল না, অনুশীলনের ভালো ব্যবস্থা ছিল না। ছিল না ভালো মানের কোচ বা কোনো অনুপ্রেরণা। ফলে ক্রিকেটার হতে লড়াই করতে হয়েছে বাস্তবতার সাথে।

অবশ্য এখনই বা আর কি আছে! নেই আন্তর্জাতিক মানের কোনো ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নেই ঘরের মাঠে খেলার কোনো ব্যবস্থাও। এখনো বিভিন্ন দেশের মাঠ ভাড়া নিয়ে স্বাগতিক হতে হয় তাদের। কিছু না থাকার মাঝেও একটা ভিন্নতা আছে তাদের, যা নেই অন্য কারো। সেটা হলো লড়াইয়ে মানসিকতা, হারের আগে হার না মানার চেষ্টা, ভয়কে জয় করার তেষ্টা। যে আফগানরা প্রতি মুহূর্ত বেঁচে থাকে ভয়কে জয় করে, তারা যে এখানে সবার থেকে একটু এগিয়েই থাকবে, নিঃসন্দেহে বলা যায়!

আফগানরা জাতিগতভাবেই প্রবল জেদি। যেই জেদে দুই দুই বার হাত ফসকানোর পরও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডকে মাত্র ৭৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছে। আর আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে মাত্র ১১৫ রানের পুঁজি নিয়েও শেষ হাসি হেসেছে।

নাকের ডগায় এখব ফাইনাল। ২৭ জুন দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলেই যা ছুঁয়ে ফেলবে আফগানিস্তানা তা মোটেও অসম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা এখম পর্যন্ত যেভাবে খেলছে, আফগানরা স্বপ্ন দেখতেই পারে।

অথচ এই আফগানদের ক্রিকেটে হাতেখরি এইতো কিছুদিন আগে। বাংলাদেশের থেকে প্রায় দেড়যুগ পর টেস্ট স্ট্যাটাস মেলে আফগানিস্তানের। যেখানে ১৯৮৬ সালে প্রথম ওয়ানডে খেলে টাইগাররা, আফগানদের শুরু সেখানে ২০০৯ সালে। আর ২০১০ সালে টি-টোয়েন্টি অভিষেক নাবিদের।

তাদেরর দেখে এখন আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিইবা করার থাকে।

বাংলাদেশের মানুষ ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন নাজমুল, সরিও বললেন

আপনজন ডেস্ক: ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়াম থেকে সেন্ট ভিনসেন্টের আর্ন ভেল, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ থেকে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে সুপার এইটের শেষ ম্যাচ–এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের গল্পটা একই রকমের।

বোলাররা ভালো করেছেন, ব্যাটসম্যানরা সেই ভালোটা রক্ষা করতে পারেননি। ব্যর্থ হয়েছেন চরমভাবে। এভাবে এগিয়ে যেতে যেতেও গ্রুপ পর্বে ৩টি ম্যাচ জিতে সুপার এইটে উঠেছে বাংলাদেশ। সেখানে প্রথম দুটি ম্যাচ হারার পরও আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে সুযোগ ছিল হিসাব মিলিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার। বাংলাদেশ সেই হিসাব মেলাতে পারেনি আরেকবার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। ম্যাচ শেষে তাই সমর্থক আর দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। বলেছেন, সরি।

টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নেমে আফগানিস্তানকে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৫ রানে আটকে ফেলেন বাংলাদেশের বোলাররা। এরপর সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের সামনে হিসাব দাঁড়ায় এ রকম–১২.১ ওভারে পেরোতে হবে লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য তো অর্জন করতে পারেইনি বাংলাদেশ, উল্টো হেরে গেছে ৮ রানে।

ম্যাচ শেষে নাজমুল বলেছেন, ‘পুরো টুর্নামেন্ট নিয়ে আমি বলব, আমরা সবাইকে হতাশ করেছি। আমাদের খেলা যাঁরা অনুসরণ করেন, যাঁরা আমাদের সব সময় সমর্থন করেন, তাঁদের আমরা হতাশ করেছি। পুরো দলের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি।’ এই দায় যে ব্যাটসম্যানদের, সেটাও বলেছেন নাজমুল, ‘ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমরা দেশের মানুষের জন্য ভালো কিছু দিতে পারিনি। এটার জন্য আমরা দুঃখিত এবং আমরা এখান থেকে ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। ইতিবাচক দিক, বোলাররা অনেক ভালো বোলিং করেছে। বিশেষ করে রিশাদ এত বড় একটা টুর্নামেন্টে এসে প্রায় সবগুলো ম্যাচে ভালো করেছে। তাই বেশ কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল।’

নাজমুল এখানেই থামেননি। তিনি এরপর যোগ করেন, ‘ব্যাটিং গ্রুপ হিসেবে আমরা সমর্থকদের হতাশ করেছি। পুরো দেশের মানুষকে বলতে গেলে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু চেষ্টার কমতি ছিল না। সবাই চেষ্টা করেছে; কিন্তু আমরা পারিনি। এটার জন্য দলের পক্ষ থেকে আমি সরি।’

লারাকে দেওয়া কথা রাখতে পেরে খুশি রশিদ খান

আপনজন ডেস্ক: এই আফগানিস্তানকে নিয়ে কতজন বাজি ধরেছিল? খুব বেশি হয়তো নয়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শুধু কিংবদন্তি ব্রায়ান লারাই বিশ্বকাপের আগে সম্ভাব্য সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে আফগানিস্তানকে বেছে নিয়েছিলেন। বাকিদের কথা ছিল এমন–ভালো করবে, দুয়েকটা ম্যাচ হয়তো জিতবে। তবে শেষ পর্যন্ত লারার কথাই সত্যি হয়েছে। আজ বাংলাদেশকে ৮ রানে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে টপকে শেষ চারে উঠেছে আফগানিস্তান। সেমিফাইনালে উঠে তাই লারাকে মনে করতে ভোলেননি আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রশিদ বলেছেন, ‘একমাত্র ব্রায়ান লারাই আমাদের সেমিফাইনালে দেখেছিলেন। আমরা তাঁকে সঠিক প্রমাণ করেছি। আমরা যখন ওয়েলকাম পার্টিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, আমি তাঁকে বলেছিলাম–আমরা আপনাকে হতাশ করব না।’ রশিদ এর সঙ্গে যোগ করে বলেছেন, ‘সেমিফাইনালে যাওয়া আমাদের জন্য স্বপ্নের ছিল। আমরা যেভাবে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলাম, নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পরই আমাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছিল। এটা অবিশ্বাস্য।’ আফগানিস্তান আজ আগে ব্যাটিং করে তুলেছিল ১১৫ রান। সেন্ট ভিনসেন্টের এই উইকেট বিবেচনায় রান কম করেছে আফগানিস্তান, মনে করেন রশিদ। তিনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয় এই উইকেট ১৩০-১৩৫ রানের উইকেট। তবে আমরা ১৫ রান কম করেছি। আমরা জানতাম বাংলাদেশ আক্রমণাত্মক খেলবে, আমরা জানতাম তাতেই আমরা সুবিধা নিতে পারব। আমরা বাড়তি কিছু করিনি, পরিকল্পনা স্পষ্ট ছিল। আমরা দেশের মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি, আমরা এসব নিয়ে কথা বলেছি, সবাই দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে।’ নতুন বলে বোলিং করা পেসারদের নিয়ে রশিদ বলেছেন, ‘টি-টোয়েন্টিতে শুরুটা ভালো হলে, মাঝের ওভারে কাজটা সহজ হয়। পুরো টুর্নামেন্টেই তারা আমাদের ভালো শুরু এনে দিয়েছে। ব্যাটসম্যানদের আক্রমণাত্মক বল করতে এটা আমাদের কাজটা সহজ করে দেয়। তারা কাজটা করেছে, চিন্তাভাবনাও পরিষ্কার ছিল।’ আফগানিস্তান ১৬ বছর আগেও ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট লিগের পঞ্চম বিভাগে খেলেছে। তখন আফগানদের খেলতে হতো জাপান, সিঙ্গাপুরের মতো দলের সঙ্গে। এখন সেমিফাইনালে রশিদের দল খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

স্বাভাবিকভাবেই আন্দাজ করা যায় আফগানিস্তানের উদ্‌যাপনের মাত্রাটা কেমন হবে, ‘দেশে ব্যাপক উদ্‌যাপন হবে। আমাদের জন্যও এটা বড় অর্জন। আমরা অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলেছিলাম, দেশে এখন কী অবস্থা সেটা বোঝানোর ভাষা নেই। সেমিতে আমাদের পরিষ্কার চিন্তাভাবনা নিয়ে যেতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে আমরা যেন মঞ্চটা উদ্‌যাপন করি।’

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

পাপুয়া নিউগিনি: প্রথম জয়ের সন্ধানে

আপনজন ডেস্ক: পাপুয়া নিউগিনি (পিএনজি) ক্রিকেট দলের সঙ্গে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের মিলটা বলতে পারবেন? সাফজয়ী বাংলাদেশ নারী দলটির বেশির ভাগ সদস্য যেমন কলসিন্দুর গ্রামের, তেমনি পাপুয়া নিউগিনির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকা বেশির ভাগ সদস্যের বেড়ে ওঠা, বসবাস হানুয়াবাদা নামের একটি গ্রামে।

রাজধানী পোর্ট মোরেসবির পাশে উপকূলীয় গ্রামটি ঘিরেই পাপুয়া নিউগিনির ক্রিকেট-কাঠামো গড়ে উঠেছে। ১ কোটি জনসংখ্যার দেশটি যে দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে, তাতে বড় অবদান হানুয়াবাদার। অধিনায়ক আসাদ ভালার বাড়িও এ গ্রামে। ৩৬ বছর বয়সী ভালা দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারও।

২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে বৈশ্বিক আসরে পাপুয়া নিউগিনির যাত্রা শুরু। সে বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক রস টেলরকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিলেও পারফরম্যান্স ছিল ছন্নছাড়া। এর কারণ হিসেবে করোনাভাইরাসের সময় সেভাবে প্রস্তুতি নিতে না পারাকে সামনে এনেছিলেন ভালা। গত আসরে সুযোগ না পাওয়া দলটি এবার পূর্ব এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সব ম্যাচ জিতে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। প্রধান কোচ হিসেবে সম্প্রতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে জিম্বাবুয়ের সাবেক অধিনায়ক টাটেন্ডা টাইবুকে। ২০২১ বিশ্বকাপ দলের ১০ জন আছেন এবারের দলেও। এ বছর ওমান, হংকং ও মালয়েশিয়া সফরে ভালো করায় বিশ্বকাপ দলে রাখা হয়েছে ২০ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার জন কারিকোকে। তিনিই দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। ২০২১ বিশ্বকাপে কোনো জয় পায়নি দলটি। এবার কি ঘুচবে প্রথম জয়ের অপেক্ষা?

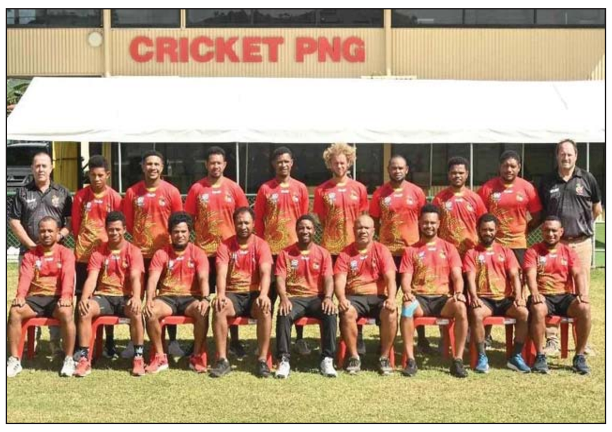

স্কোয়াড

আসাদ ভালা
অধিনায়ক, ব্যাটসম্যান
কিপলিন দোরিগা
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
চার্লস আমিনি
অলরাউন্ডার
আলেই নাও
পেসার
চ্যাড সোপার
পেসার
হিলা ভারে
ব্যাটসম্যান
হিরি হিরি
ব্যাটসম্যান
জ্যাক গার্ডনার
পেসার
জন কারিকো
বাঁহাতি স্পিনার
কাবুয়া মোরেয়া
বাঁহাতি পেসার
লেগা সিয়াকা
ব্যাটসম্যান
নরমান ভানুয়া
পেসার
সেমা কামেয়া
বাঁহাতি পেসার
সেসে বাউ
ব্যাটসম্যান
টনি উরা
ব্যাটসম্যান

ব্রাজিলের ড্রয়ে ‘যন্ত্রণাদগ্ধ’ নেইমার আস্থা হারাননি

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের শুরুটা মনমতো হয়নি। কোস্টারিকার বিপক্ষে দাপুটে ফুটবল খেলেও ম্যাচে কোনো গোল করতে পারেনি তারা। গোলশূন্য ড্র নিয়েই শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে মাঠ। এ ম্যাচে ব্রাজিল দলের পারফরম্যান্স অনেক সমর্থককে হতাশ করেছে। গোলের ১৯টি সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে না পারার বিষয়টি মানতে পারছেন না সমর্থকেরা। খেলোয়াড়দের হয়ে সমালোচকদের অবশ্য জবাব দিয়েছেন চোটের কারণে স্কোয়াডের বাইরে থাকা নেইমার। আজ ব্রাজিলের খেলা দেখতে ক্যালিফোর্নিয়ার সোফি স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন আল হিলাল তারকা নেইমার। ম্যাচে ভালো খেলেও দল গোল না পাওয়ার যন্ত্রণা বিদ্ধ করেছে নেইমারকে। তবে এরপরও সতীর্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। নেইমার বলেছেন, ‘আমরা যখন মাঠে থাকি, নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। কখনো কখনো এমন দিন আসে, যখন কোনো কিছুই ঠিকঠাক হয় না, আবার এমন দিনও আসে যখন সব ঠিকঠাক হয়। খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের সব সময় সমালোচনার ওপর থাকতে হয়। প্রতিটি পাস, প্রতিটি শট ও প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা ওঠে?’ কেন এমন হয় সেটা ব্যাখ্যা করে নেইমার বলেছেন, ‘কেন এমন হয়? কারণ, ব্রাজিলের সব মানুষ ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চায়, সবাই স্বপ্ন দেখে ও চেষ্টা করে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**